‘সূচিপত্র’

“২০২১-২২ সনের এমসিসিআই এর বাজেট প্রস্তাবাবলি”

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	আয়কর বিষয়ক প্রস্তবাবলি	২ থেকে ৯ পর্যন্ত
২.	কাষ্টমস বিষয়ক প্রস্তবাবলি	১০ থেকে ১৮ পর্যন্ত
৩.	ভ্যাট বিষয়ক প্রস্তবাবলি	১৯ থেকে ৪৪ পর্যন্ত

২০২১-২২ সনের এমসিসিআই এর আয়কর বিষয়ক বাজেট প্রস্তাবাবলি

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
১	২	৪	৩	৫	৬
১.	**ব্যবসার অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে** perquisites **এর সীমা সংক্রান্ত ধারা 30(e) সংশোধন**	বিদ্যমান আইন মোতাবেক নিয়োগকারী কর্তৃক কোন কর্মচারীর বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে perquisites সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত আছে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।	এই সীমা সংশোধন করে ন্যূনতম ১০ লক্ষ টাকা করা হোক।	বর্তমান সীমা ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছিল অর্থ আইন ২০১৮ এর মাধ্যমে। তার পূর্বে এই সীমা ছিল ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, অর্থাৎ মাত্র ৭৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি করে দীর্ঘদিনের এই দাবিটি তখন মেটানো হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতেই বেতন-ভাতা প্রভৃতির ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে এর ফলে এই সীমা যৌক্তিক নয় এবং perquisites এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ভাতা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর স্ট্যাটাস অনুযায়ী জীবন ধারণ সম্ভব নয়, এবং বর্তমানে নির্ধারিত এই সীমা কোনো অর্থেই বাস্তবসম্মত নয় ।	
২.	**অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে royalty, technical services fee, technical know how fee or technical assistance fee** ইত্যাদি **সংক্রান্ত ধারা**	বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এই সকল খরচ অনুমোদনের জন্য একটি সীমা আছে যা নিম্নরূপ : (১) ব্যবসা শুরুর প্রথম তিনটি আয় বর্ষের জন্য সাবসিডিয়ারি অথবা অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি অথবা জয়েন ভেঞ্চার কম্পানির অ্যাসোসিয়েট ব্যতীত একাউন্টস এ ঘোষিত ব্যবসা আয় এর ১০%হারে। (২) পরবর্তি টিপসের জন্য সাবসিডিয়ারি অথবা একজন ফ্রিল্যান্সারের অ্যাসোসিয়েট ব্যতীত	লাভ-লোকসান নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে এই খরচ ১০% হারে অনুমোদনের জন্য আইনটি সংশোধন করা হোক ।	এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (BIDA) ইতোমধ্যে তাদের আইনে ৬% হারে এ ধরনের খরচ অনুমোদনের বিধান করেছে যার ফলে আয়কর আইন এবং BIDA আইনের মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে । তবে আয়কর আইনের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করলে তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থার অবসান করা সহজ নয়। সুস্পষ্টভাবে একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, নতুন অবস্থায় অনেক কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয় না, যদিও এক্ষেত্রে একটি বড় খরচ অনুরূপ খরচ হিসেবে তাদের পরিশোধ করতে হয়। এক্ষেত্রে বর্তমান বিদ্যমান আইন অনুযায়ী	

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
	30(h) সংশোধন	ঘোষিত রায়ের ব্যবসায় ৮% হারে।		লোকসানি ব্যাবসার ক্ষেত্রে এই খরচ অনুমোদনের কোনো বিধান নেই, যেহেতু কোম্পানিটি নিট মুনাফা অর্জন করতে পারছে না। বাস্তবতা বিবেচনায় লোকসানি প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রেও যদি তা অনুমোদন করা হয়, business loss হিসেবে তা carry forward হয়ে পরবর্তীতে কোম্পানির আয় ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা একটি যৌক্তিক এবং আইনানুগ অবস্থার সৃষ্টি করবে।	
৩.	**ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদেশিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচের সীমা সংশোধন ধারা 30K:**	বর্তমানে ব্যবসা সম্পর্কিত বৈদেশিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচের সীমা মোট টার্নওভারের ০.৫০% । অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থ বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের Finance Act এর মাধ্যমে তৎপূর্ববর্তী হার ১.২৫% সংশোধন করে ০.৫০% করা হয়েছে । ইতোপূর্বে আমরা ১.২৫% হারকেই অত্যন্ত কম বিবেচনায় তা বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রস্তাব রেখেছিলাম । কিন্তু পূর্ববর্তী অর্থ আইনে তা আরো কমিয়ে ০.৫০% করা হয়েছে।	এই হার পরিবর্তন করে ০.৫০%এর পরিবর্তে ন্যূনতম ২% করা হোক।	বর্তমানে ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি পাওয়ার থেকে বৈদেশিক ভ্রমণের খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সেই হিসেবে যে কোন ব্যবসার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ভ্রমণের খরচ তার বার্ষিক টার্নওভারের ০.৫০% হারে অনুমোদনযোগ্য খরচ হলে তা নিতান্তই অপ্রতুল এবং এই খরচে প্রকৃতপক্ষে কোন বিদেশ ভ্রমণ সম্ভব নয় ।	
৪.	**অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে Promotional expenses এর সীমা নির্ধারণকারী ধারা 30(p) অবলোপন**	অর্থ আইন ২০২০ এর মাধ্যমে 30 এর একটি উপধারা 30(p) সংযোজনের মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসাবে প্রমোশনাল এক্সপেন্সেস এর সর্বোচ্চ সীমা মোট টার্নওভারের ০.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।	দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা বাস্তবসম্মত রীতিকে অগ্রাহ্য করে এই সীমা ধারণকারী ধারাটি অবিলম্বে বিলুপ্ত করা হোক ।	টার্নওভারের ০.৫০% হারে প্রমোশনাল এক্সপেন্সেস এর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করার কারনে তা ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হচ্ছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষত: নতুন ব্যবসা এবং বিশেষায়িত কিছু ব্যবসা যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে প্রমোশনাল এক্সপেন্সেস এর পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ০.৫০% প্রমোশনাল এক্সপেন্সেস অত্যন্ত অপ্রতুল। ইতোপূর্বে বহুদিন ধরে চলে আসা রীতি অনুযায়ী যাচাই যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রকৃত খরচ অনুমোদন করা হতো এবং সেটিই ছিল যুক্তিসঙ্গত ও ব্যবসা বান্ধব।	

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
৫.	**সঞ্চয় পত্র অথবা ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত বা বিনিয়োগকৃত Workers Participation Fund** বা **Provident fund** এর **অর্থের উপরে প্রদত্ত সুদের থেকে 52D** এবং **53F(2) মোতাবেক উৎসে আয়কর কর্তন রহিতকরণ**	প্রচলিত আইনে 6th Schedule Parta A এর Paragraph 4(1) ও (2) অনুযায়ী Provident Fund এবং Workers Participation Fund এর আয় আয়কর মুক্ত রাখা সত্ত্বেও 52D এবং 53F(2) মোতাবেক যথাক্রমে সঞ্চয়পত্রের সুদ ও ব্যাংক হিসাবের সুদের থেকে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান রয়েছে (যা সাংঘর্ষিক)।	Provident Fund এবং Workers Participation Fund এর অর্থ আয়কর মুক্ত থাকার কারণে 52D এবং 53F(2) ধারায় সংশোধন এনে উৎসে আয়কর কর্তন রহিত করা হোক।	যেহেতু Provident Fund এবং Workers Participation Fund এর আয় আয়কর মুক্ত, সেহেতু উৎসে আয়কর কর্তন বা অগ্রিম কর সংগ্রহ কোনক্রমেই যৌক্তিক নয়। এটি সাংঘর্ষিক বিধায় অবিলম্বে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা জরুরী।	
৬.	**53E ধারায় উৎসে কর্তিত কর**কে **ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা 82C(2) এর আওতা থেকে প্রত্যাহার করে আইন সংশোধন**	বর্তমানে প্রচলিত আইন মোতাবেক 53 টি ধারায় কমিশন ডিসকাউন্ট বা ফিশ থেকে উচ্ছে কর্তিত কর ন্যূনতম কোর দায় হিসাবে বিবেচিত হয়।	এই ধারা সংশোধন করে 53 টি ধারাটিকে 82 ধারার আওতা থেকে অবমুক্ত করে এই ধারায় উৎসে কর্তিত করের হারকে কমিয়ে চূড়ান্ত কর দায় হিসেবে বিবেচনা করার আইন প্রণয়ন করা	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরদের ক্ষেত্রে মূল প্রতিষ্ঠান থেকে যে ডিসকাউন্ট কমিশন বা ফিশ প্রদান করা হয়, খুচরা পর্যায়ে এ সকল পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরগণ তাদের প্রাপ্ত কমিশনের সিংহভাগই ছাড় প্রদান করে থাকেন। বাজারে ছাড় প্রদানের বিষয়ে ব্যাপক প্রতিযোগিতা রয়েছে এক্ষেত্রে প্রচলিত আইন মোতাবেক যে হারে উৎসে কর কর্তন করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবসায় অর্থাৎ খুচরা বিক্রেতাদের কাছে ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরগণ এসকল পণ্য বিক্রি থেকে যে অর্থ লাভ করেন সে তুলনায় উৎসে করের পরিমাণ অনেক বেশি।এ বিষয়ে ইতিপূর্বেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু উৎসে কর কর্তনের হার পরিবর্তন করা হয়নি, বরঞ্চ চূড়ান্ত দায় থেকে এধরনের করকে ন্যূনতম হিসেবে বিবেচনা করার আইন প্রণয়ন	

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
				করা হয়েছে যার ফলে ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটরগণ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং বাধ্য হয়ে কর ফাঁকির মত অসদুপায় অবলম্বন করছেন এক্ষেত্রে উৎসে করের হার পরিবর্তন করা যেমন প্রয়োজন তেমনি এই করকে ন্যূনতম ন্যূনতম কর দায় বিবেচনা না করে চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচনা করলে এ ধরনের করদাতাগণ ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে পারবেন এবং প্রকৃতপক্ষে ন্যায়বিচার পাবেন।	
৭.	**ন্যূনতম কর বা** **minimum tax** সংশ্লিষ্ট ধারা **82C এর সংশোধন** :	বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী উৎপাদনকারী ব্যতিরেখে অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎসে কর্তিত অথবা সংগৃহীত করকে ন্যূনতম করদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ করদাতার লাভ বা লোকসান যাই হোক না কেন এই উৎসে কর্তিত কর থেকে দাবিকৃত কর কখনোই কম হবে না । কিন্তু উপ কর কমিশনারের আয় পরিগননা অনুযায়ী উৎসে কর্তিতকর অপেক্ষা দাবীকৃত কর যদি বেশি হয় সে ক্ষেত্রে করদাতাকে অতিরিক্ত কর পরিশোধ করতে হয়।	এক্ষেত্রে শুধু মাত্র 30 ধারা আকর্ষণ করে এরকম কর ব্যতিরেখে উৎসে কর্তিত করকে চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচনা করে আইন সংশোধন করা হোক।	কোন একজন করদাতা (উৎপাদনকারী ব্যাতিত) যদি লোকসানের সম্মুখীন হন তবুও তার উৎস কর ফেরত দেওয়ার কোন বিধান নেই, অর্থাৎ লাভ বা লোকসান যাই হোক না কেন উৎসে কর্তিত করকে ন্যূনতম করদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় । অথচ যেক্ষেত্রে উৎস কর অপেক্ষা পরিগনিত আয়কর বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাকে অতিরিক্ত কর পরিশোধ করতে হয়, এটি বৈষম্যমূলক । কারণ যদি ব্যাবসায় লোকসান হওয়ার কারণে উৎসে কর্তিত কর ফেরত প্রদান করে করদাতাকে উৎসাহিত করা হতো , তাহলে এই প্রশ্ন উঠতো না । অন্যদিকে ৩০ ধারা সংশ্লিষ্ট compliance enforce করার লক্ষ্যে ২০১৯ এর অর্থ আইনের পরিবর্তনকে সমুন্নত রেখেই, অর্থাৎ এক্ষেত্রে শুধু মাত্র 30 ধারা আকর্ষণ করে এরকম কর ব্যতিত উৎসে কর্তিত করকে চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচনা করে আইন সংশোধন করা করদাতা ও কর বিভাগ উভয়ের ক্ষেত্রে যৌক্তিক ও ভারসাম্যমুলক হবে । আয়করের মূল নীতি (spirit) কে বিবেচনা করে এই আইনটি সংশোধন করা উচিত।	
৮.	**অর্থ আইন** ২০২০ **এর**	অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থবছরে অর্থাৎ ২০২০ এর অর্থ আইনের মাধ্যমে সংযোজিত নতুন আইন	উপধারাটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করাই সবথেকে সহজ সমাধান।	বিদ্যমান আইন অনুযায়ী একজন করদাতার টার্নওভার বা রিসিপ্ট তিন কোটি টাকার বেশি হলে তার ন্যূনতম কর হবে	

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
	মাধ্যমে সংযোজিত ন্যূনতম কর সংক্রান্ত নতুন উপধারা 82C এর উপধারা 4 সংশোধন	অনুযায়ী লাভ-লোকসান নির্বিশেষে টার্নওভার বা রিসিপ্ট এর উপরে বিভিন্ন হারে ন্যূনতম কর নির্ধারণ করা হয়েছে যা বাস্তবে অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং করদাতাদের জন্য অত্যন্ত নেতিবাচক।		মোট রিসিপ্ট এর ০.৫০%। আমরা যদি একটি বাস্তব উদাহরণ কল্পনা করি, যেমন একজন ডিস্ট্রিবিউটর অথবা ডিলার ডিসকাউন্ট বা কমিশন হিসেবে ১০% হারে অর্থ পেলেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য তাকে এর সিংহভাগ খুচরা বিক্রেতাদের কাছে ছাড় দিতে হয়। যুক্তির স্বার্থে যদি ধরে নেয়া যায় এর পরেও তার ৫% কমিশন অবশিষ্ট থাকে এই কমিশনের থেকে তার খরচ বাদ দিলে ১% বা ২% লাভ বা নিট মুনাফা করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে তার আয়ের উপর প্রদেয় কর কোনক্রমেই টার্ন ওভার বা রিসিপ্ট এর ০.৫০% এর কাছাকাছিও হবে না অনুরূপভাবে আর ও একটি বিশেষ শ্রেণীর করদাতাদের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে যারা ডিও ব্যবসায় জড়িত তাদের শত শত কোটি এমনকি হাজার কোটি টাকারও বেশি টার্ন ওভার বা রিসিপ্ট থাকে যার থেকে তারা এক শতাংশ হারে ও লাভ করতে পারেন না এবং এমনকি সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল বা সি আই সির বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের ০.৩০% থেকে ০.৪০% হারে গ্রস মুনাফা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে মোট টার্নওভার বা রিসিপ্ট এর উপরে ০.৫০% ন্যূনতম কর আরোপ করা হলে এই ধরনের ব্যবসা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ২০২০ এর অর্থ আইন এর মাধ্যমে সংযোজিত এই আইনটি অবিলম্বে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।	
৯.	**ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল এ আপিল দায়ের অথবা মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনে রেফারেন্স**	158(2) ধারা অনুযায়ী আপীলাত যুগ্ম-কমিশনার অথবা কর কমিশনার (আপীল) এর আদেশের বিরুদ্ধে ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল এ দ্বিতীয় আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে করদাতার 74 ধারায় পরিশোধযোগ্য কর এবং নির্ধারিত করের পার্থক্যের ১০% কর জমা	এই ধারা দুটি সংশোধন করে পূর্ব শর্ত হিসেবে কর পরিশোধের পরিবর্তে Bank Guaranty প্রদানের শর্ত আরোপ করা যেতে পারে।	বর্ণিত দুটি ধারার ক্ষেত্রেই কর পরিশোধের শর্তের বিষয়ে করদাতাদের পক্ষ থেকে আপত্তি দীর্ঘদিনের, কারণ চূড়ান্ত আদেশের করদাতার অনুকূলে কর ফেরত সৃষ্টি হলেও এবং ফেরত প্রদানের পক্ষে শক্ত আইন থাকলেও বাস্তবে কর ফেরত পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কর পরিশোধের পরিবর্তে ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদানের শর্ত আরোপ করা হলে এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির	

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
	(Reference) মামলা দায়েরের পূর্বশর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট হারে কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা 158(2) এবং 160 সংশোধন	দেওয়ার বিধান আছে । একইভাবে ধারা 160 অনুযায়ী ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল এর আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স (Reference) দায়েরের ক্ষেত্রে কর উল্লিখিত পার্থক্যের ১০ লক্ষ বা তার নিচে নিচে হলে ১৫% এবং ১০ লক্ষের উপর হলে ২৫% হারে কর পরিশোধের পূর্ব শর্ত রয়েছে।		পর অতিরিক্ত কর দাবি সৃষ্টি হলে পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ সাপেক্ষে ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত প্রদানের প্রথা প্রচলন করলে করদাতাদের আপত্তি থাকার কারণ থাকবে না ।	
১০.	**মোটর** ভেহিকেল এর **অবচয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে ধারণাগত মূল্য** সীমা ২৫ **লক্ষ টাকা সংশোধন** (3rd Schedule, Paragraph 6).	মোটর ভেহিকেল এর অবচয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে ধারণাগত মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা করার বিধান আছে যা বাস্তবে অপ্রতুল।	এই ধারণাগত মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ন্যূনতম ৫০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করছি ।	ধারণাগত মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল অর্থ আইন ২০১৫ এর মাধ্যমে এবং তৎকালীন মোটর ভেহিকেল এর মূল্য বিবেচনা করেই এই তা করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ন্যূনতম ৬ বছর বা তারও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সকলেই জানেন যে মোটর ভেহিকেল এর বর্তমান মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারণে অবচয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে বর্ধিত মূল্য বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। ব্যবসার ক্ষেত্রে অবচয় অনুমোদন বিষয়ে তা একটি যৌক্তিক পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হবে।	
১১.	**কৃষি আয় এর উপর অব্যাহতি-সংক্রান্ত ধারা অব্যাহতি-সংক্রান্ত 6th Schedule, Part A এর Paragraph 29 সংশোধন** ।	বিদ্যমান আইন মোতাবেক কোন করদাতার শুধুমাত্র কৃষি খাতে আয় থাকলে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় সম্পূর্ণরূপে করমুক্ত ।	আইনটি বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় প্রকৃতপক্ষে অকার্যকর বিদায় বিধায় তা সংশোধন করে শুধুমাত্র কৃষি আয় থাকার শর্তটি প্রত্যাহার করা হোক।	প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে কৃষিকে প্রণোদনা দেয়ার উদ্দেশ্যেই আইনটি করা হয়েছিল এবং এক সময়ে এই সীমা ৫০,০০০ টাকা থাকলেও পরবর্তীতে তা ২,০০,০০০ টাকা করা হয়। কিন্তু এর সঙ্গে যে ছোট্ট শর্তটি দেওয়া আছে অর্থাৎ করদাতার শুধুমাত্র কৃষি আয় থাকতে হবে, সেটি বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। গ্রামে যারা কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ব্যাংকে অন্তত একটি হিসাব আছে। সেই হিসাবে খুব কম অর্থ জমা থাকলেও তার থেকে যদি এক টাকাও তিনি সুদ পান তাহলে আইনের এই ছোট্ট শর্তটির কারণেই তিনি ২,০০,০০০ টাকার কৃষি আয় কর মুক্ত হিসেবে আর দাবি করতে পারবেন না, বা	

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
				তিনি এই কর অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য থাকবেন না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইনটি করা হয়েছিল তা স্পষ্টত:ই ব্যাহত হচ্ছে বিধায় এই শর্তটি প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।	
১২.	**Small and Medium Enterprize বা SME এর আয় এর উপর কর অব্যাহতি সংক্রান্ত 6th Schedule Part A এর Paragraph 39 এর সংশোধন** ।	বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী **Small and Medium Enterprize** এর যারা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত এবং বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকার উপরে নয় তাদের আয় কর মুক্ত।	এই সীমা ৫০ লক্ষ টাকা থেকে এক কোটি টাকায় উন্নীত করা হোক।	আমাদের দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলি চূড়ান্তভাবে পিছিয়ে রয়েছে। শিল্পায়ন মূলত: ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং কিছু কিছু মেট্রোপলিটন এলাকা ও পাশের অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কিন্তু দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলিতে শিল্পায়ন প্রয়োজন এবং এই লক্ষ্যে এই সমস্ত এলাকায় শিল্পায়ন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মূলত আইনটি করা হয়েছিল এই অব্যাহতি সীমা যদিও ২০১৯ সালের অর্থ আইন এর মাধ্যমে 36 লক্ষ টাকা থেকে 50 লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এই সীমা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে বাস্তবতা বিবেচনায় ৫০ লক্ষ টাকা বার্ষিক টার্নওভার খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক নয় নতুন উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অবিলম্বে এই সীমা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত এবং তা যৌক্তিক সীমা হতে পারে ১ কোটি টাকা।	

ক্রমিক নং	প্রস্তাবের বিষয়	বিদ্যমান বিধান	প্রস্তাবিত বিধান	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
১৩.	**বেতনভোগী করদাতাদের ক্ষেত্রে বাসা ভাড়া ভাতা সংক্রান্ত বিধি (Rule) 33 এর সংশোধন**	বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এই বাসা ভাড়া ভাতার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা আছে মূল বেতনের ৫০% অথবা ২৫,০০০ টাকা প্রতিমাসে –যেটি সর্বনিম্ন।	২৫,০০০ টাকার পরিবর্তে এই সীমা সংশোধন করে ন্যূনতম ৬০,০০০ টাকা করা হোক।	ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটি অথবা বাংলাদেশের অন্যান্য যেকোন মেট্রোপলিটন সিটির কথা বিবেচনা করা হলে ২৫,০০০ টাকায় মানসম্মত বাসা ভাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অনেক বেশি বেতন দিতে হলেও তাদের বাসা ভাড়া ২৫,০০০ টাকা বেশি দেওয়া সম্ভব হয় না। এই আইনের কারণে বহু দিনের দাবী হিসাবে এই সীমা সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন।	
১৪.	**অর্থ আইন এর মাধ্যমে ঘোষিত আয়করের হার অব্যবহিত পরবর্তী অর্থবছরে প্রয়োগ না করে তার পরবর্তী অর্থবছরে প্রয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন**	বর্তমানে যে অর্থবছরে আয়করের হার ঘোষণা করা হয় ওই অর্থবছরেই অর্থাৎসমাপ্ত অর্থবছরে সেই হার প্রযোজ্য হয়। উদাহরণস্বরুপ ৩০ শে জুন ২০২১ এ যে আয়করের হার ঘোষণা করা হবে তা ২০২০–২১ অর্থবছরে করদাতাদের আয় এর উপর প্রযোজ্য হবে।	ঘোষিত আয়করের হার সমাপ্ত অর্থবছরে প্রয়োগ না করে পরবর্তী অর্থবছরে তা প্রয়োগ করা উচিত।	সাধারন ভাবেই বোঝা যায় যে অর্থবছরের শেষ হলো সেই অর্থবছরে করদাতাগণ যে আয় করলেন তার উপর তাকে কি কর দিতে হবে তা তিনি আগে জানতে পারেন না। অর্থাৎ বছরের শেষে অর্থ আইন এর মাধ্যমে যে হার ঘোষণা করা হবে সেটি তার উপর প্রযোজ্য হবে এই বিধানের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে প্রস্তাব মোতাবেক যদি পরবর্তী অর্থবছরে তা প্রয়োগ করা হয় তাহলে করদাতাগণ যে অর্থবছরে আয় করছেন সেই অর্থবছরে তাকে কি হারে কর দিতে হবে তা তিনি আগেই জানতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে তার আর্থিক স্বচ্ছতা এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়নে অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে বিষয়টি ভেবে দেখার মতো সময় এসেছে।	

২০২১-২২ সনের এমসিসিআই এর
কাস্টমস বিষয়ক বাজেট প্রস্তাবাবলি

(২০২১-২২ সনের বাজেট প্রস্তাবনায় "The Customs Act, 1969 (Act IV of 1969)" ও তদাধীনে প্রদত্ত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সংশোধনীর জন্য MCCI এর প্রস্তাবনা)

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রস্তাবনা	সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানে বর্তমান কার্যকর অবস্থা	প্রস্তাবনার স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ
১	২	৩	৪	৫
০১।	শতভাগ রপ্তানিমূলী স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যতীত অন্যান্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ কর্তৃক বন্ড এর আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানিতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনের পূর্বে কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক ও করাদি পরিশোধ ব্যতিত উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির জন্য আইনের ধারা-১০৪ এর শর্তাংশের সংশোধনীর প্রস্তাবনা।	The Customs Act, 1969 এর Section-104 এর শর্তাংশের বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলোঃ Provided that necessary permission will have to be taken from Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorized by the board fifteen days in advance in case of **Bonded warehouse (other than Special Bonded Warehouse) who is engaged in export or deemed export of goods manufactured by using the bonded raw-materials without payment of duty and taxes on the same as required under the above provision and also in case of** Special Bonded warehouse for special purpose to be determinded by the Commissioner of Customs (Bond) or any other Commissioner of Customs authorized by the Board.	শতভাগ রপ্তানীমূলী স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যতীত অন্যান্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ কর্তৃক বন্ডিং সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানীতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীতব্য পণ্য উৎপাদনের পূর্বে বর্তমান বিধান অনুযায়ী ইনবন্ডকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ের শুল্ককরাদি পরিশোধ পূর্বক উপর্যুক্ত এক্স-বন্ডকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদন পূর্বক সরবরাহের বিপরীতে DEDO এর মাধ্যমে প্রত্যর্পণ (Drawback) গ্রহণ করতে হয়।	ক্রমিক নং ০২ এর ৫ নং কলামে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্র ০১ নং ক্রমিকের ৩নং কলামের প্রস্তাবনায় উপস্থাপিত আইনের ধারা- ১০৪ এর শর্তাংশের বিধানটি সংশোধনী প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
০২।	শতভাগ রপ্তানিমূলী স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যতীত অন্যান্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ	নিম্নরূপ বিধান সম্বলিত একটি প্রজ্ঞাপণ জারীর মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হলোঃ	বর্তমানে শতভাগ রপ্তানিমূখী স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যতীত অন্যান্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ কর্তৃক বন্ডিং সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানীতব্য বা প্রচ্ছন্ন	০১। শতভাগ রপ্তানিমূখী স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যতীত অন্যান্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ কর্তৃক কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউজ পদ্ধতিতে

	কর্তৃক বন্ড এর আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানিতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনের পূর্বে কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক ও করাদি পরিশোধ ব্যতিত উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টির জন্য জারীতব্য প্রজ্ঞাপণের প্রস্তাবনা।	The Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর Section 219 (উক্ত আইনের THIRD SCHEDULE এর Item 2 এর সহিত পঠিতব্য) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করা হলোঃ ১। এই বিধিমালা ''কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউজ (শতভাগ রপ্তানীমূখী শিল্পের 'স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ' ব্যতীত) কর্তৃক বন্ডিং সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানীতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীতব্য পণ্য উৎপাদন বিধিমালা, ২০২০'' নামে অভিহিত হইবে। ২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,- (ক) ''আইন'' অর্থ The Customs Act, 1969 (IV of 1969); (খ) ''কাঁচামাল'' অর্থ স্থানীয় সরবরাহ ও রপ্তানী বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর লক্ষ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী; (গ) ''পণ্যের স্বত্বাধিকারী'' অর্থ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী বা ব্যবস্থাপণাকারী কোন ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সংঘ বা সমিতি; (ঘ) ''বন্ডদাতা'' অর্থ আইনের Section 86 এর অধীন বন্ডদাতা; (ঙ) ''লাইসেন্স'' অর্থ আইনের Section 13 এর আওতায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত প্রাইভেট বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স; এবং (চ) ''শিল্প প্রতিষ্ঠান'' অর্থ সম্পূর্ণ রপ্তানীমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, যাহা পণ্য প্রস্তুত ও স্থানীয় সরবরাহ এবং রপ্তানী বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর লক্ষ্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি করিয়া থাকে। ৩। (১) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় সরবরাহ এবং রপ্তানী বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীর উদ্দেশ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপণার অর্থায়নে কাঁচামাল আমদানী করিতে পারিবে। (২) বন্ডদাতা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (আইনের অধীন স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ব্যতীত বন্ডেড ওয়্যারহাউজের ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট আইন ও লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাদি অনুযায়ী সকল আনুষ্ঠিকতা পালন করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, বন্ডদাতা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ডিং সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা রপ্তানীতব্য বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানীতব্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুল্ককরাদি পরিশোধ পূর্বক বন্ডেড পণ্য এক্স-বন্ড করণের পরিবর্তে আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিধানাবলী পরিপালনীয় হইবেঃ	রপ্তানীতব্য পণ্য উৎপাদনের পূর্বে ইনবন্ডকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ের শুল্ককরাদি পরিশোধ পূর্বক উপর্যুক্ত এক্স-বন্ডকৃত কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদিত রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদন পূর্বক সরবরাহের বিপরীতে DEDO এর মাধ্যমে প্রত্যর্পণ (Drawback) গ্রহণ করতে হয়।	উপকরণের চালান আমদানির ক্ষেত্রে জেনারেল বন্ড লাইসেন্সের আওতায় উপকরণ সামগ্রী আমদানি পূর্বক ইনবন্ড পদ্ধতিতে শুল্কায়ন করে পরবর্তীতে সময়ে-সময়ে Ex-bond পদ্ধতিতে উপরকণের শুল্ক করাদি পরিশোধ করা হয়। তাছাড়া, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী স্থানীয় বাজারে সরবরাহের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী Deemed Export করা হয়। ০২। আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রতিযোগিতায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে ক্রমাগতভাবে তীব্রতর অসম প্রতিযোগিতার সম্মূখীন হতে হয়। এর মূল কারণ হলোঃ- (ক) প্রতিযোগী ভারত ও চায়না বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর কাঁচামাল উৎপাদক ও পণ্য রপ্তানিকারক দেশ হওয়ায় ঐসব দেশের প্রতিযোগিদের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ব্যয় রপ্তানীতে তুলনামূলকভাবে কম। তাছাড়া ঐসব দেশগুলো তাদের রপ্তানিকারকদেরকে নানাভাবে Incentive দিয়ে থাকে। এমনকি, এ দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে ও তাদেরকে এদেশীয় ব্যবস্থাপণায় অধিকতর ট্যারিফ সুবিধা দেয়া হয়; (খ) বিপরীত দিকে Export বা Deemed Export প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল আমদানি নির্ভর হওয়ায় তুলনামূলকভাবে উচ্চমূল্যে আমদানি মূল্য ও অধিক পরিমানে করাদি পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া কাঁচামালের সকল শুল্ক করাদি সহ স্থানীয় পর্যায়ের সকল ক্রয়েও ভ্যাট পরিশোধ

		(ক) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, 2012 এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৬২) এর অধীন সংজ্ঞায়িত “প্রচ্ছন্ন রপ্তানি” সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃতব্য বন্ডেড কাঁচামাল ব্যবহারের স্বপক্ষ ক্রেতার ঋণপত্র (মাষ্টার এক্সপোর্ট এলসি), চুক্তিনামা এবং ক্রয়াদেশ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩১ক এর বিধানে বর্ণিত স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রায় পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের সত্যায়িত কপি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও সরবরাহ আদেশ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্রয় আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা (সহকারী কমিশনারের নিমেণ নহে) এর নিকট হইতে বন্ডদাতা কর্তৃক দাখিল করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উহা সংশ্লিষ্ট উৎপাদন সহগের সহিত পরীক্ষা করিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাহা নিশ্চিতকরণ পূর্বক এবং বন্ড দাতার কার্যক্রম মূল্যায়ন করিবার পর তাহার অনুকুলে ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) ইস্যু করিবেন। (খ) যেই সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত উৎপাদন সহগ রহিয়াছে বা অনুরূপ উৎপাদন সহগ নির্ধারণের জন্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন কমিটি, প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে বন্ডদাতাকে উক্ত কমিটি, প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর হইতে প্রযোজ্য উৎপাদন সহগের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করিয়া ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) এর জন্য আবেদন করিতে হইবে; এবং যেই সকল ক্ষেত্রে উক্তরূপ স্বীকৃত উৎপাদন সহগ নাই বা অনুরূপ সহগ নির্ধারণের জন্য স্বীকৃত কোন কমিটি, প্রতিষ্ঠান বা দপ্তর নাই সেই সকল ক্ষেত্রে বন্ডদাতাকে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তরের নিকট হইতে প্রযোজ্য বিশেস্নষণ পত্র সংগ্রহ করিয়া ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) এর জন্য আবেদন করিতে হইবে। (গ) বন্ডদাতা উপর্যুক্ত শর্তসমূহ পূরণে ব্যর্থ হইলে বা দাখিলকৃত দলিলাদিতে জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বা কোন ভূল তথ্য পরিবেশন করিতে বা কোন মিথ্যা ঘোষণার আশ্রয় গ্রহন করিলে উহার দায় দায়িত্ব		করা, ব্যাংক চার্জ ও সূদের হার বেশী হওয়া, DEDO থেকে প্রত্যর্পণ পেতে ডকুমেন্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তদমেস্ম উত্তীর্ণ হতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়া এবং পণ্য সামগ্রী রপ্তানির বিপরীতে সরকারের কোন Cash Incentive ব্যবস্থা না থাকায় এ ধরণের প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময়ের জন্য তীব্র মূলধন সংকট দেখা দেয়। ফলে আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রতিযোগীতায় এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যমান সংকট আরও তীব্রতর হবে এবং তারা আন্তর্জাতিক দরপত্র প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাবে। ০৩। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন ও রপ্তানি সুবিধাগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়ঃ (ক) স্পেশাল বন্ডেড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানগুলো এবং EPZ এর প্রতিষ্ঠানগুলো শুল্ক আইনের ধারা ১৯ এবং ভ্যাট আইনের ধারা ৩(২) ও ১৪ মোতাবেক উপকরণ আমদানি ও উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে শুন্য হারের সুবিধা পেয়ে থাকে; (খ) এমনকি, (ক)-এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এসআরও নং- ১৫৪-আইন/২০০৫/৪৪৫-মূসক, এআরও নং- ১৫৭-আইন/২০০৫/৪৪৮-মূসক এসআরও নং- ১৬৮-আইন/২০১৫/৭৬৫- মূসক মোতাবেক- প্রাকৃতিক

		সম্পূর্ণভাবে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। (ঘ) পণ্যের স্বত্ত্বাধিকারী সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে একটি বন্ড রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং উহাতে স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎপাদিতব্য পণ্য ব্যবহারের জন্য শুল্ক করাদি পরিশোধ পূর্বক এক্স-বন্ডকৃত কাঁচামাল এর হিসাব একই সাথে ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অনুযায়ী চলতি মাসের আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় সরবরাহের বিপরীতে উপর্যুক্তরূপে শুল্ক-করাদি পরিশোধ পূর্বক এক্স-বন্ড সংক্রামন্ত তথ্যাবলী ও তৎপূর্ববর্তী মাসের জের লিপিবদ্ধ করিবেন। (ঙ) বন্ডদাতা সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কাস্টমস,, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রতি বছর বন্ড লাইসেন্স নবায়নের পূর্বে একটি বার্ষিক বিবরণী (আমদানি-রপ্তানির বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানির ও স্থানীয় সরবরাহের বিপরীতে শুল্ক-করাদি পরিশোধ পূর্বক এক্স-বন্ডকৃত কাঁচামালের খতিয়ান প্রস্তুত করিবেন এবং উহাদের মধ্যে হইতে রপ্তানি বা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্বলিত ক্ষেত্রসমূহের বিপরীতে একটি পৃথক খতিয়ান) প্রস্তুত করিয়া উহা তাহার লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত করাইবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউজ বা স্টেশন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মূদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগে পরবর্তী বছর সংশ্লিষ্ট কমিশনার কর্তৃক লাইসেন্স নবায়নের তারিখের ১৫ দিন পূর্বে দাখিল করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি তাহার নিজ কার্যালয়েও সংরক্ষণ করিবেন। (চ) বন্ডদাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্লজ (ঙ) এ উল্লিখিত বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়া তাহার অনুকূলে ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) ইস্যু করা এবং কাঁচামালের চালান ছাড় দেওয়া বন্ধ রাখিতে পারিবেন। ৪। বন্ডদাতা আইনের Chapter XI এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ৫। এই বিধিমালা কার্যকর করিবার লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ		গ্যাস, ওয়াসা, বিদ্যুৎ বিতরণ, টেলিফোন,. C&F Commsion, Bank Commission and Charges, বীমা, যোগানদার- ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অব্যাহতি সুবিধা পেয়ে থাকে। কিন্তু আইনী বিধান থাকা স্বত্ত্বেও এবং উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো শুন্যহার সুবিধা পাওয়া স্বত্ত্বেও লাইসেন্সধারী শতভাগ রপ্তানীমূখী ব্যতিত অন্যান্যরা Export বা Deemed Export –এর ক্ষেত্রে উক্ত সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত এবং তাদের সকল ক্রয় ও আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ককরাদি পরিশোধ করতে হয়। প্রত্যপর্ণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ বিলম্বতায় প্রত্যপর্ণ চেক পাওয়ার পূর্বে তাদের- তীব্র মূলধন সংকট দেখা দেয়। ০৪। আরও উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তর্জাতিক দরপত্রে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারালে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকবে। দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা হারাবে এবং বিদেশী রপ্তানিকারকরা এদেশে বাধাহীন রপ্তানিতে উৎসাহিত হবে, তাদের Monopoly বাণিজ্য কায়েম হবে এবং পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দিবে, যা দেশের রাজস্ব নীতি এবং অর্থনীতির জন্য কাম্য নয়। উপরিলিম্নখিত পরিস্থিতিতে ৩নং কলামে উপস্থাপিত প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

		ও মূল্য সংযোজন কর প্রয়োজন অনুযায়ী ইউপি এর ফরম ও অন্যান্য পরিপালনীয় বিষয়াদি নির্ধারণ পূর্বক স্থায়ী আদেশ অথবা অফিস আদেশ জারী করিতে পারিবেন। ৬। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার অধীন বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন সাপেক্ষ জরুরী ভিত্তিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ উহা জারী করিতে পারিবেন। ৭। সাধারণভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট সরকারের বকেয়া শুল্ক বা অন্য কোন কর পাওনা থাকে বা আইনের কোন বিধান ভংগের অভিযোগ থাকে তাহাদের বিরুদ্ধে আইনের অধীন লাইসেন্স বাতিল সহ অন্যান্য শাসিত্মমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।		
০৩।	''বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮'' অধীন মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাধীনের প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করতে প্রস্তাবনা।	''বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০০৮'' এর বিধি ২ এর দফা (ঙ) এর অধীন প্রদত্ত ''প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান'' এর সংজ্ঞার শেষে নিম্নরূপ শব্দগুলি সন্নিবেশিকরণের প্রস্তাব করা হলোঃ "এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা 2 এর উপ-ধারা (৬২) এর অধীন সংজ্ঞায়িত "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদকও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।"	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর অধীন উপ-ধারা (৬২) এ সংজ্ঞায়িত ''প্রচ্ছন্ন রপ্তানী" সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হওয়া সত্ত্বেও তাকে "বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০০৮'' এর বর্তমান বিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২ এর অধীন উপ-ধারা (৬২) এ সংজ্ঞায়িত ''প্রচ্ছন্ন রপ্তানী" সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদক প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হওয়া সত্ত্বেও তাকে "বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০০৮'' এর বর্তমান বিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি; তাই সঙ্গত কারণে ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
০৪।	আমদানি পণ্যচালানের বিপরীতে রপ্তারীকারক কর্তৃক ক্রটিযুক্ত পণ্যের Free Replacement হিসেবে সরবরাহকৃত Warranty পণ্যের উপর শুল্ককরাদি অব্যহতির আদেশ প্রদানের প্রস্তাবনা।	"The Customs Act, 1969" এর Section 19 এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে Proforma Invoice বা Indent এ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কোন আমদানিকারক কর্তৃক একই রপ্তানীকারকের নিকট হতে আমদানিকৃত সর্বশেষ চালান অথবা বর্তমান চালানটির পণ্যের সর্বোচ্চ 1% পর্যন্ত Warranty Goods for replacement of unusable or broken or otherwise defective goods সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক বিনামূল্যে সরবরাহ করলে এ ধরণের ক্ষেত্রে শুল্ককরাদি অব্যহতির জন্য একটি এসআরও জারীর প্রস্তাবনা পেশ করা হল। উল্লেখ্য এ ধরণের ক্ষেত্রে এসআরওতে পণ্যের ধরণ বা প্রকৃতি বিবেচনায় ব্যবসায়িক রীতিনীতি অনুযায়ী পণ্যটি Free replacement এর জন্য	বর্তমানে The Customs Act, 1969 এর বিধানের আওতায় আমাদানি পণ্য চালানে ক্রটিযুক্ত পণ্যের পরিবর্তে রপ্তানিকারক কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহকৃত পণ্যের উপর শুল্ককরাদি অব্যহতি প্রদান সম্বলিত কোন বিধান প্রদান করা নেই।	ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী আমদানি পণ্য চালানে ক্রটিযুক্ত পণ্যের বিপরীতে রপ্তানিকারক কর্তৃক অনেক সময় Free Replacement এর জন্য Warranty Goods সরবরাহ করা হয়; এ ধরণের ক্ষেত্রে মূল পণ্যটির বিপরীতে প্রথমেই শুল্ককরাদি এক বার পরিশোধ করা সত্ত্বেও এ ধরণের Free replacement এর জন্য Warranty Goods এর উপর অযৌক্তিকভাবে দ্বিতীয়বার শুল্ককরাদি আদায় করা হয়। এ বিবেচনায় ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

		Warranty হিসেবে বিবেচনাযোগ্য কিনা এবং যে পণ্যের পরিবর্তে Free replacement প্রদত্ত তার উপর সঠিকভাবে শুল্ককরাদি আদায় বিষয়টি নিশ্চিত করতে এবং শুল্কায়নাধীন বর্তমান পণ্য চলানের ক্রটিযুক্ত মর্মে দাবীকৃত পণ্যের Free replacement হিসেবে Warranty এর ক্ষেত্রে এরূপ দাবীর যথার্থতার স্বপক্ষে পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অফ কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এরূপ কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে মর্মে বা এধরণের অন্যান্য শর্ত, যা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য, আরোপ করা যেতে পারে।		
০৫।	''সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমূখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৮'' এর বিধানে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণের ক্ষেত্রে বার্ষিক কার্যদিবসের সংখ্যা ৩০০ এর স্থলে ৩৫০ দিন নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নম্বর ১৪/২০০৮ তারিখ ২৯/০৬/২০০৮ খ্রিঃ অনুযায়ী জারীকৃত ''সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমূখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ আদেশ, ২০০৮'' এর অনুচ্ছেদ ০২ এর অধীন ''বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণ'' শিরণামের বিধানে দুই স্থানে বর্ণিত ''৩০০ (তিন শত) কার্যদিবস'' ও ''মোট কার্যদিবস (৩০০)'' শব্দ, সংখ্যা ও ব্রাকেটগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে ''৩৫০ (তিন শত পঞ্চাশ) কার্যদিবস'' ও ''মোট কার্যদিবস (৩৫০)'' শব্দ, সংখ্যা ও ব্রাকেটগুলি প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হল।	সংশ্লিষ্ট সাধারণ আদেশ অনুযায়ী বর্তমানে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণের জন্য ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ দিন কার্যদিবস হিসেবে গণ্য করার বিধান আছে।	সরাসির ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানীমূখী শিল্প (পোষাক শিল্প ব্যতীত) প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপতা অনুমোদনের ক্ষেত্রে কারখানায় স্থাপিত মেশিনারিজের উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণের নিমিত্তে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩০০ কার্যদিবস বিবেচনায় নেয়ার বিধান দেয়া আছে। অথচঃ এ ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈদুতিক জেনারেটর থাকায় কেবলমাত্র ঈদ, পূজা ও এই ধরণের ছুটির কারণে সর্বোচ্চ ১৫ দিন ব্যতীত বাকি ৩৫০ কার্যদিবস গণ্য করা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য। তাই ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
০৬।	বিদ্যমান বন্ড সুবিধার continuation বা extension প্রসঙ্গে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত সাধারণ আদেশ নং. ১২/২০০৮/শুল্ক/৪৩৯(১-১৫) তারিখ ১০/০৬/২০০৮ এর অনুচ্ছেদ ০২ অধীন উপ অনুচ্ছেদ (২), (৪) ও (৫) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো: **অনুচ্ছেদ ২ অধীন উপ-অনুচ্ছেদ (২):** একই Bond licence এর আওতায় সর্বোচ্চ দুটি স্থানে অবস্থিত চলমান ২টি ফ্যাক্টরির জন্য **বা এক স্থানে ফ্যাক্টরী এবং অন্য স্থানে কাচাঁমাল বা উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃতব্য গুদামের ক্ষেত্রে** এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে; **অনুচ্ছেদ-২ অধীন উপ-অনুচ্ছেদ (৪):** নীট, ওভেন, ডাইং ও প্রিন্টিং, টাওয়েল, লিলেন, হোম টেক্সটাইল, **চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং পাদুকা** খাতের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে; **অনুচ্ছেদ-২ অধীন উপ-অনুচ্ছেদ (৫):** এ সুবিধা বন্ড কমিশনারেটের আওতায় মূল প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ ~~৬০~~ **১০০** কিলোমিটার radious এর মধ্যে যে সকল এলাকায় BGMEA, BKMEA, BTTLMEA, BTMA,	সাধারণ আদেশ নং- ১২/২০০৮/শুল্ক/৪৩৯ (১-১৫) তাং- ১০/০৬/২০০৮ বিষয়: বিদ্যমান Bond সুবিধার Continuation বা extension প্রসঙ্গে। শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ডেড শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে একই মালিকানাধীন/ একই প্রতিষ্ঠানের আওতায় একাধিক স্থানে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সময়ের উৎপাদন ইউনিটের কার্যক্রমকে মূল বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করার অর্থাৎ বিদ্যমান Bond সুবিধার Continuation বা extension হিসেবে বিবেচনার আবেদন জানানো হয়ে আসছে। বিজিএমইএ ও বিকেএমইএসহ অন্যান্য সংগঠনের	দেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি বাণিজ্যের স্বার্থে ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।

		LFMEAB ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু রয়েছে শুধু সেসব এলাকায় Continuous বন্ড সুবিধা প্রদান করা যাবে; এবং	আবেদনের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আলোচ্য বিষয়টি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ০২। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার স্বার্থে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের স্বার্থে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্ণিত শর্তে Continuous Bond সুবিধা প্রদানের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্মতি জ্ঞাপন করেছে, যথা: (১) একই মালিকানাধীন বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে; (২) একই Bond licence এর আওতায় সর্বোচ্চ দুটি স্থানে অবস্থিত চলমান ২টি ফ্যাক্টরির জন্য এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে; (৩) নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে যে ধরনের সতর্কতা বা যাচাইমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয় এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক কমিশনার (বন্ড) সন্তুষ্ট হলে তিনি এ ধরনের Continuous Bond এর অনুমতি প্রদান করতে পারবেন; (৪) নীট, ওভেন, ডাইং ও প্রিন্টিং, টাওয়েল, লিলেন, হোম টেক্সটাইল খাতের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সুবিধা প্রযোজ্য হবে; (৫) এ সুবিধা বন্ড কমিশনারেটের আওতায় মূল প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ ৬০ কিলোমিটার radious এর মধ্যে যে সকল এলাকায় BGMEA, BKMEA, BTTLMEA, BTMA ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু রয়েছে শুধু সেসব এলাকায় Continuous বন্ড সুবিধা প্রদান করা যাবে; এবং (৬) Continuation/Extension Bond সুবিধা প্রাপ্ত ফ্যাক্টরিতে মূল বন্ড লাইসেন্সের আওতাধীন হলেও সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান/ফ্যাক্টরিতে যেভাবে পৃথক হিসাব খাতা/রেজিস্টার, দলিলাদি সংরক্ষণ, আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন ও পদ্ধতি অনুসারণ করতে হয় Continuous Bond	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতিপালনীয় হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>(ক) H.S Code No. 8421.21.94 ভূক্ত Carbon filter, filter housing, diffuser কে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী Effluent (Waste water) Treatment Part স্থাপিত আছে এমন সকল ধরণের Industrial IRC ধারীর জন্য রেয়াতী এস.আরও নম্বর ১২২-আইন/২০২০/৭৩/কাষ্টমস, তারিখ ০৩/০৬/২০২০ খ্রিঃ এর টেবিল ২ এর অন্তর্ভূক্তকরণার্থে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনায়নের প্রস্তাবনা।
(খ) একইভাবে H.S Code No. 8421.39.91 ভূক্ত Filtering Equipments কে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী ETP Plant স্থাপিত আছে এমন সকল ধরনের Industrial IRC ধারীর জন্য এস.আরও</td><td>এসআরও নম্বর ১২২ -আইন/২০২০/৭৩/কাষ্টমস, তারিখ ০৩/০৬/২০২০ খ্রিঃ এর টেবিল ২ এ H.S Code No. 8421.21.94 এর বিপরীতে কলাম ২ এর বিবরণীতে নিম্নরূপ সংশোধনী আনায়নের প্রস্তাব করা হলো।
<table><tr><td>H.S Code</td><td>Description of Goods</td><td>CD (%)</td><td>SD (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>8421.21.94</td><td>Carbon Filter, Filter Housing, Diffuser imported by Industrial IRC Holder VAT Compliant ~~Water Purifying Machine/Apparatus Manufacturing~~ industry who has already established Effluent (Waste Water) Treatment (ETP) Plant</td><td>5</td><td>০</td></tr></table>
এসআরও নম্বর ১২২ -আইন/২০২০/৭৩/কাষ্টমস, তারিখ ০৩/০৬/২০২০ খ্রিঃ এর টেবিল ৩ এ H.S Code No. 8421.39.91 এর বিপরীতে কলাম ২ এর বিবরণীতে নিম্নরূপ সংশোধনী আনায়নের প্রস্তাব করা হলো।
<table><tr><td>H.S Code</td><td>Description of Goods</td><td>CD (%)</td><td>SD (%)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table></td><td>বর্তমান বিধানে যারা Water Purifying Machine তৈরী করে শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে ৩নং কলামের পণ্যের জন্য এসআরও’টির রেয়াতী সুবিধা প্রযোজ্য আছে।

বর্তমান বিধানে যারা LPG fillings plant এর শিল্প IRC ধারী শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে এসআরও’টিতে ৩নং কলামের পণ্যের জন্য রেয়াতী সুবিধা প্রযোজ্য আছে।</td><td>বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী ETP Plant থাকা বাধ্যতামূলক এমন কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ETP Plant এর জন্য ৩নং কলামে বর্ণিত ইকুইফমেন্টেস এর ক্ষেত্রে এসআরও’টির রেয়াতী সুবিধা প্রযোজ্য হওয়া যৌক্তিক বিবেচ্য; বিধায় প্রস্তাবটি যৌক্তিক বিবেচ্য।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী ETP Plant থাকা বাধ্যতামূলক এমন কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ETP Plant এর জন্য ৩নং কলামে বর্ণিত ইকুইফমেন্টেস এর ক্ষেত্রে এসআরও’টির রেয়াতী সুবিধা প্রযোজ্য হওয়া যৌক্তিক বিবেচ্য; বিধায় প্রস্তাবটি যৌক্তিক বিবেচ্য।</td></tr>
</table>

	নম্বর ১২২ আইন/২০২০/৭৩/কাষ্টমস, তারিখ ০৩/০৬/২০২০ খ্রিঃ এর টেবিল ৩ এর অন্তর্ভূক্তকরণার্থে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনায়নের প্রস্তাবনা।		8421.39.91	Fillings equipment’s imported by Industrial IRC holder VAT Compliant ~~**LPG fillings plant**~~ Industry who has already established Effluent (Waste Water) Treatment (ETP) Plant	10	০			

২০২১-২২ সনের এমসিসিআই এর
ভ্যাট বিষয়ক বাজেট প্রস্তাবাবলি

(২০২১-২২ সনের বাজেট প্রস্তবনায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ ও তদাধীনে প্রণীত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এমসিসিআই, ঢাকার প্রস্তাবনাসমূহ ঃ-)

ক্রমিক নং	বর্তমান আইন ও বিধিগত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট phrase সহ)	প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১.	আইনে "অর্থদন্ড" এর সংজ্ঞা প্রদত্ত নেই।	আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন উপ-ধারা (৫ক) সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাব করা হলো ঃ **"(৫ক) "অর্থদন্ড" অর্থ এই আইনের ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদন্ড, কিন্তু ধারা ৮৫ এর অধীন কমিশনার কর্তৃক আরোপিত জরিমানা উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে না।"**	আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪১) এ "জরিমানা" এর সংঙ্গা দিয়ে বিষয়টি "কমিশনার কর্তৃক আরোপিত জরিমানা" মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা-৮৬ অনুযায়ী মূসক কর্মকর্তাগণের পাওয়ার অফ এডজুডিকেশন ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক বিভাগীয় মামলার বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা প্রদান করা হয়েছে; অথচ: "অর্থদন্ড" এর প্রযোজ্যতা ষোড়শ অধ্যায়ের অধীন অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আদালতের এখতিয়াধীন হওয়ার বিষয়টি, "অর্থদন্ড" এর সংজ্ঞাতে স্পষ্ট করতে প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	ধারা ২ এর উপ-ধারা (৫) এরপর নতুন উপ-ধারা (৫ক) সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাবনা।
২.	ধারা ২ এর উপ-ধারা (২৪)ঃ "কর" অর্থ মূসক, টার্নওভার কর ও সম্পূরক শুল্ক, এবং বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সুদ, জরিমানা ও অর্থদণ্ডও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;	ধারা ২ এর উপ-ধারা (২৪) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো: (২৪) "কর" অর্থ মূসক, টার্নওভার কর ও সম্পূরক শুল্ক ~~, এবং বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সুদ, জরিমানা ও অর্থদণ্ডও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;~~	দন্ড সুদ, জরিমানা ও অর্থদন্ড শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কোন ব্যক্তির নিকট হতে তার কৃত অপরাধের জন্য আদায়যোগ্য হয়; অপর পক্ষে কোন অপরাধ না করলেও করযোগ্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য যে কোন করদাতা কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর, টার্নওভার কর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক প্রদান করা বাধ্যতামূলক; বিধায় সুদ, জরিমানা ও অর্থদন্ডকে "কর" হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই; উল্লেখ্য পূর্বের মূসক আইন, ১৯৯১ তেও উপর্যুক্তরূপ দন্ডসমূহকে "কর" হিসেবে গণ্য	ধারা ২ এর উপ-ধারা (২৪) এর সংশোধনী প্রস্তাবনা।

			করা হয়নি; তাই ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	
৩.	মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ২ এর উপধারা (৪১) এ "জরিমানা" এর সংজ্ঞায় মূসক কর্মকর্তাগণের পাওয়ার অফ এডজুডিকেশন সংশ্লিষ্ট বিধান ধারা ৮৬ ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত জরিমানার পরিবর্তে শধুমাত্র কমিশনার কর্তৃক আরোপিত "জরিমানা" এর উল্লেখ করা হয়েছে।	আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৪১) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো: **"জরিমানা" অর্থ ধারা ৮৬ এর অধীন ন্যয় নির্ণয়ের জন্য মূসক কর্মকর্তাগণের পাওয়ার অফ এডজুডিকেশন ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত জরিমানা, কিন্তু অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অর্থদন্ড উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে না।"**	শুধুমাত্র কমিশনার নয়, বরং ধারা ৮৬ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ন্যয় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জরিমানা আরোপের বিধানটি স্পষ্টীকরণের জন্য প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	ধারা ২ (৪১) এর বিধানের সংশোধনীর প্রস্তাবনা।
৪.	"ধারা ৫। নিবন্ধন।- (১) যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে **অভিন্ন অথবা সমজাতীয়** পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডপত্র কেন্দ্রীয় ইউনিটে সংরক্ষণ করেন, তাহা হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তিনি হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণের উক্ত ঠিকানায় একটি মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, **অভিন্ন বা সমজাতীয়** পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা সত্ত্বেও কোন ইউনিট হইতে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হিসাব-নিকাশ, কর পরিশোধ ও রেকর্ডপত্র স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ করিলে তাহাকে পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে। ***************************** (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে **ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা সেবা সরবরাহ** সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে। (৩) ***************************"	আইনের ধারা-৫ এর উপ–ধারা (১) এ দুই স্থানে উল্লিখিত **"অভিন্ন বা সমজাতীয়"** শব্দগুলি বিলুপ্তিকরণের প্রস্তাব করা হলো; এবং **উপধারা (২) বিলুপ্তিরকরণের প্রস্তাব করা হলো।** একইসাথে ধারা ২ এর উপধারা (৩৭) অধীন "কেন্দ্রীয় ইউনিট" এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত "অভিন্ন অথবা সমজাতীয়" শব্দগুলি বিলুপ্তিকরণের প্রস্তাব করা হলো।	অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য বা সেবার সরবরাহকারী না হলে তথা ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা সেবা সরবারেহর ক্ষেত্রে করদাতাকে কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের অন্যান্য শর্ত তথা হিসাব নিকাশ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা সহ অন্যান্য বিধান পরিপালন সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণের সুবিধা প্রদত্ত হয়নি। উপযূর্ক্ত অবস্থা কোনভাবেই ব্যবসা বান্ধব বিবেচনার সুযোগ নেই; **উদাহরণতঃ কোন ঔষধ কারখানায় ঔষধের পাশাপাশি টুথ পেষ্ট বা অন্যান্য টয়লেটরিজ প্রস্তুত ও সরবরাহকরণ বা কোন উন্নতমানের হোটেলে এ্যামিউজমেন্ট বা থিম পার্ক বা গাড়ী পার্কিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা অযৌক্তিক বিবেচ্য। তাই ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।**	ধারা ৫(১) ও (২) এর সংশোধনী প্রস্তাবনা।
৫.	ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) এর প্রথম শর্তাংশ এর বিধান অনুযায়ী ৩য় তফসীলের টেবিল-১ অধীন (খন্ড	আইনে ৩য় তফসীলের টেবিল- ১ (খন্ড ১- মসূক আরোপযোগ্য পণ্য) এর ছকের কলাম ০১ এ বর্ণিত শিরোনামা সংখ্যা ২৭.১১ ও তার	০১-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে নতুন ভ্যাট আইন চালুর পূর্ব পর্যন্ত সাধারণ আদেম নং	LP Gas এর ক্ষেত্রে মূসক হার যৌক্তিকিকরণের প্রস্তাবনা।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>ক- মসূক আরোপযোগ্য পণ্য) এর ছকে শিরোনামা সংখ্যা ২৭.১১ এর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড ভূক্ত এলপি গ্যাস এর উপর “মূল্য” ভিত্তিক ৫% মূসক হার বলবৎ আছে।</td>
<td>বিপরীতে কলাম (২, (৩) ও (৪) এ বর্ণিত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্তকরণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট ৩য় তপসীলের টেবিল-৪ (খন্ড ক- মূসক আরোপযোগ্য পণ্য) এর ছকের শুরুতেই নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিতকরণে প্রস্তাব করা হলোঃ

টেবিল-৪
(‘খন্ড-ক’ - মূসক আরোপযোগ্য পণ্য)
<table>
<tr><th>শিরোনামা সংখ্যা
(Healing No)</th><th>সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড
(H.S Code)</th><th>পণ্য সামগ্রীর বিবরণ</th><th>সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td><td>(৪)</td></tr>
<tr><td>২৭.১১</td><td>সংশ্লিষ্ট H.S Code</td><td>এলপি গ্যাস</td><td>ক) প্রতি কেজি ০.৪৫ টাকা ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে (৪৫ কেজির উর্ধ্বে)
খ) টাকা ১৮.৭৫ প্রতি সিলিন্ডার (৩১ কেজি থেকে ৪৫ কেজি পর্যন্ত)
গ) টাকা ৯.০০ প্রতি সিলিন্ডার (১১ কেজি থেকে ৩০ কেজি পর্যন্ত)
ঘ) টাকা ৫.২৫ প্রতি সিলিন্ডার (৫</td></tr>
</table>
</td>
<td>০৫/মূসক/২০১৮, তারিখ ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ অণুযায়ী নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য ভিত্তিক ১৫% এ যে পরিমাণ মূসক মানুষের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় LP Gas এর উপর আরোপযোগ্য ছিল, নতুন আইন প্রবর্তনের পর হতে আলোচ্য ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়িত “মূল্য” ভিত্তিক পূর্বের ১৫% এর স্থলে ৫% মূসক আরোপ সত্ত্বেও পূর্বের তুলনায় ৫ গুনেরও বেশী পরিমান মূসক আরোপ হেতু সমাজের বিশেষকরে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভোক্তারা এ অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনে সভাবতই অসমর্থ। এ অসুবিধা দুরিকরণার্থে পূর্বের ট্যারিফ মূল্য ভিত্তিক ১৫% হিসাবে যে পরিমাণ মূলস বলবৎ ছিল নতুন আইনে সুনির্দিষ্ট কর ভিত্তিক সেই একই পরিমাণ মূসক আরোপের জন্য ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

		(নেস্টেড সারণি:) | | | | কেজি থেকে ১০ কেজি পর্যন্ত) |		
৬.	**ধারা ৩১। আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয়।-** (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন। (২) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৪ (চার) শতাংশ হারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।	**আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) ও (২)** এর বিধান নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো:- **"(১) পণ্য বা সেবা প্রস্তুতকরণের উপকরণ হিসাবে আমদানির ক্ষেত্র ব্যতিত প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতায় পণ্যের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট বা গুণগত পরিবর্তন না করিয়া পণের বিনিময়ে সরবরাহের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন।"** **(২)** করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্যের উপর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে পণ্য ~~উৎপাদনের লক্ষ্যে আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে ৪ (চার) শতাংশ হারে এবং~~ **উৎপাদন ব্যতিত** অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।	**ধারা-৩১ (১) এর বিধানে উৎপাদক (পণ্য ও সেবা) কর্তৃক প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃতব্য উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রেও আগাম কর (৪%) প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে; অথচঃ এ ধরণের করদাতা আমাদানিকৃত উক্ত পণ্য পূণঃ প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে যে অবস্থায় আমদানি করা হয়েছে সে অবস্থাতেই সরবরাহ করে না; তাই এ ধরণের করদাতার আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে আগাম কর প্রযোজ্যতা রহিত হওয়াই বাঞ্চনীয়; কেননা এ বাবদ পরিশোধিত অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উৎপাদিত পণ্য চূড়ান্ত বিক্রির বিপরীতের সমন্বয় এবং তা সম্ভব না হলে কমিশনারের নিকট হতে আলোচ্য অর্থ ফেরত (Refund) আনায়ন পর্যন্ত নানা জটিলতা ছাড়াও করদাতাকে এ বাবদ অর্থ ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করার কারণে দীর্ঘ মেয়াদে সূদ বাবদ অর্থ প্রদান করতে হয়। সূতরাং, ৩য় কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।**	ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর সংশোধনী প্রস্তাবনা।
৭.	**ধারা ৩৩ এর নতুন উপ-ধারা- (৪) সংযোজনের প্রস্তাবনা**	ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত করার প্রস্তাব করা হলো:- **"(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন উপধারা (২) ও (৩) এবং ধারা ৪১ এর ক্ষেত্র ব্যতিত প্রতিটি সরবরাহ এর বিপরীতে কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃক ইস্যুকৃত চালানপত্রের বিপরীতে ধারা ৪৫ এর বিধান অনুযায়ী প্রদেয় নীট করের পরিমাণ নির্ণয় পূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে।"**	মূসক আইন, **১৯৯১** এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধানের (যা একই সনের মূসক বিধি- ২৩ এর সাথে পঠিতব্য) অনুরূপ একই ধরণের প্রস্তাবিত বিধানটি সন্নিবেশিত না হলে ধারা ৩৩ (১) এর বর্তমান বিধান ধারা ৪৫ এর বিধানের সাথে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক হবে; বিধায় প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	ধারা ৩৩ এর নতুন উপ-ধারা- (৪) সংযোজনের প্রস্তাবনা।

৮.	(ক) শর্তাংশটি নতুনভাবে সন্নিবেশিকরণের প্রস্তাবনা। ধারা ৪৬ (১) এর দফা (ক) "যদি করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অতিক্রম করে এবং উক্ত সরবরাহের সমূদয় পণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিত পরিশোধ করা হয়;"। (খ) ধারা ৪৬(১) এর দফা (ড) তে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী পণ্য সরবরাহকারীর একই সাথে সেবা সরবরাহকারী তথা উভয়ের রেয়াত গ্রহণের বৈধতার জন্য "উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output Co-efficient) ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; (গ) ধারা ৪৬ (২) এর দফা (ঘ) এর বিধান অনুযায়ী "পরিবহন সেবা সংক্রান্ত" অর্জন তথা এ উপকরণের উপর রেয়াত ৮০% গ্রহণযোগ্য; (ঘ) ধারা ৪৬ (৩) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত অস্তিত্বহীণ "সমন্বিত কর চালানপত্র" রেয়াত গ্রহণের বৈধতার জন্য উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা বলবৎ আছে।	**(ক) ধারা ৪৬ এর উপ–ধারা (১) অধীন দফা (ক) এর বিধানটির শেষে নিম্নরূপ একটি "শর্তাংশ" সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাব করা হলোঃ** **"তবে শর্ত থাকে যে একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী ও সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে উপকরণ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না;"** **(খ) ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) অধীন দফা (ড) এর প্রারম্ভে "উপকরণ-উৎপাদ সহগ" শব্দগুলির পূর্বে "পণ্যের" শব্দটি সন্নিবেশিত করণের প্রস্তাব করা হলো;** **(গ) ধারা ৪৬ এর উপধারা (২) অধীন দফা (ঘ) এর বিধানটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হলো; এবং** **(ঘ) ধারা ৪৬ এর উপধারা (৩) এর দফা (গ)তে উল্লিখিত "সমন্বিত" শব্দটি বিলুপ্তিকরণের প্রস্তাব করা হলো।**	**(ক) একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী ও সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে উপকরণ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে যেখানে কোন আর্থিক লেনদেন হয় না, সেখানে উপকরণের সরবরাহ মূল্য "মূসক-৬.৩" চালানপত্রে শুধুমাত্র মূসক সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা পরিপালার্থে দেখানো হলেও, ব্যাংকিং চ্যানেলে মূল্য পরিশোধের প্রমাণক উপস্থাপণের যৌক্তিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও রেয়াত বাতিল অযৌক্তিত বিবেচ্য। উল্লেখ্য ১৯৯১ সনের আইনেও (প্রস্তাবনা অনুযায়ী) বিধানটি বলবৎ ছিল। তাই ৩নং কলামের (ক) অনুচ্ছেদের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য। (খ) রেয়াত গ্রহণের জন্য সহগ ঘোষণার বাধ্যবাধকতার বিধান ধারা ২ (৯৪) এর বিধানে প্রদত্ত "সরবরাহ" এর সংজ্ঞা অনুযায়ী সেবা সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া বাস্তবভিত্তিক নয়; বিধায় ১৯৯১ সনের মূসক আইনে শুধুমাত্র পণ্য সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে এ বিধান বলবৎ ছিল {ধরার ৯(১) (ছছ) (অ)}; উল্লেখ্য যদিও জাঃরাঃবোঃ কর্তৃক জারীকৃত আদেশ নং নাই, তারিখ ১৪/১০/২০২০ খ্রিঃ বলে "সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক ৪.৩) ঘোষণার প্রয়োজন নেই।" মর্মে বলা হয়েছে, তা দ্বারা আলোচ্য ক্ষেত্রে আইনের বিধানটি তথা ধারা ৪৬ (১)(ড), একই আইনের ধারা-৩ অনুযায়ী অকার্যকর বিবেচনার সুযোগ নেই। তাই ৩নং কলামের (খ) অনুচ্ছেদের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য। (গ) উপকরণ বা কাঁচামাল পরিবহণ বাবদ সেবার কোড "S০৪৮.০০ অধীন পরিবহণ ঠিকাদার" এর সেবা মূল্যের সাথে "মূসক ৬.৩" এর মাধ্যমে পরিশোধিত সমূদয় মূসক রেয়াতযোগ্য না হয়ে**	ধারা ৪৬ (১)(ক) ও (ড) এবং ৪৬(৩) দফা (গ) এর সংশোধনী ও ধারা ৪৬ (২) (ঘ) এর বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাবনা।

			৮০% রেয়াতযোগ্য হওয়ার কোন যৌক্তিক সুযোগ নেই। তাই প্রস্তাবটি যৌক্তিক বিবেচ্য; এবং (ঘ) সমন্বিত করচালানপত্রের অস্তিত্ব না থাকায় প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	
৯.	**ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩):-** **৪৭। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত।**- (১) যেক্ষেত্রে একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধে দায়ী থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে দায়ী থাকেন সেই পরিমাণের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে। (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে, পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হইলে তদীয় সমুদয় আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপণ করিতে হইবে। (৩) প্রতি কর মেয়াদে এই ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে উহা নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী নিরূপণ করিতে হইবে: $I \times \frac{T}{A}$ যে ক্ষেত্রে ---- **I** হইল এই উপ-ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের উপর যে পরিমাণ উপকরণ করের উদ্ভব হয় তাহার মোট পরিমাণ এবং যাহার নিমিত্তে উক্ত কর	ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) (২) ও (৩) এর বিধানসমূহ বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হলো:- ~~**ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩):-**~~ ~~**৪৭। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত।- (১) যেক্ষেত্রে একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন করযোগ্য সরবরাহের আংশিক পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধে দায়ী থাকেন, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহা উক্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করেন বা পরিশোধ করিতে দায়ী থাকেন সেই পরিমাণের ভিত্তিতে নিরূপণ করিতে হইবে।**~~ ~~**(২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কোন কর মেয়াদে আমদানি বা অর্জনের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন; তবে, পূর্ণ উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্য না হইলে তদীয় সমুদয় আমদানি বা অর্জনের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যতা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিরূপণ করিতে হইবে।**~~ ~~**(৩) প্রতি কর মেয়াদে এই ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে উহা নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী নিরূপণ করিতে হইবে:**~~ $I \times \frac{T}{A}$ ~~**যে ক্ষেত্রে ----**~~ ~~**I হইল এই উপ-ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আমদানি কিংবা অর্জনের উপর যে পরিমাণ উপকরণ করের উদ্ভব হয় তাহার মোট পরিমাণ এবং যাহার নিমিত্তে উক্ত কর মেয়াদে রেয়াত দাবি করা হয়;**~~ ~~**T হইল কোন কর মেয়াদে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল করযোগ্য সরবরাহের মূল্য;**~~ ~~**এবং**~~ ~~**A হইল কোন কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল**~~	**আংশিক উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অবাস্তবতার আলোচনার শুরুতেই প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে জাঃরাঃবোর্ড কর্তৃক জারীকৃত ব্যাখ্যাপত্র নং ১৩/মূসক/২০২০ তারিখ, ১১/১১.২০২০ অনুযায়ী "বাকীতে (Credit) উপকরণ ক্রয়ের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে পালনীয় পদ্ধতি" সম্বলিত দিক নির্দেশনামূলক আদেশটি ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০০২.২১৫/৪৬৭, তারিখ ২৮/১২/২০২০ খ্রিঃ অনুযায়ী বাতিল করা হয়েছে।** এপ্রসঙ্গে আরোও উল্লেখ্য করদাতা কর্তৃক ক্রয়কৃত উপকরণের বিপরীতে যে পরিমাণ পণ পরিশোধ করা হয় তার ভিত্তিতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের যে বিধান দেয়া হয়েছে তা নিম্নবর্ণীত একাধিক কারণে যৌক্তিক বিবেচনার সুযোগ নেই:- (ক) বিধানটি আইনের ধারা ৩৩ এ বর্ণিত "মূসক প্রদান কাল" এর বিধান ও ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) অধিন দফা (গ) এর আওতায় রেয়াদ গ্রহণের সময়সীমা সংশ্লিষ্ট বিধানের সাথে স্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক; (খ) ক্রেতা আংশিক পণ পরিশোধ করায় আংশিক উপকরণ কর রেয়াত প্রাপ্যের বিধান করলে আলোচ্য ক্ষেত্রে বিক্রেতার করদায়ীতাও আংশিক পণ প্রাপ্তি নির্ভর হওয়া ন্যয়নীতির প্রশ্নে বাঞ্চনীয়; যা সরকারি রাজস্বের নিরাপত্তার জন্য গ্রহণ যোগ্য	ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) বিলুপ্তির প্রস্তাবনা।

	মেয়াদে রেয়াত দাবি করা হয়; T হইল কোন কর মেয়াদে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল করযোগ্য সরবরাহের মূল্য; এবং A হইল কোন কর মেয়াদে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সকল সরবরাহের মূল্য।	~~সরবরাহের মূল্য।~~	বিবেচনার সুযোগ নেই; (গ) আংশিক পণ পরিশোধের প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিতে কোন সুস্পষ্ট বিধান দেয়া হয়নি; মূলতঃ এ ধরণের কোন বিধান প্রদান বিস্তর জটিলতার সৃষ্টি করবে মর্মে সদয় বিবেচ্য; (ঘ) প্রতি কর মেয়াদে গৃহীতব্য উপকরণ কর রেয়াত নিরূপণে ধারা ৪৭(৩) অধীন প্রদত্ত সূত্রে করযোগ্য সরবরাহের মূল্যের সাথে কর অব্যহতিপ্রাপ্ত বা ভ্যাটমুক্ত সরবরাহ সহ সকল সরবরাহ মূল্য প্রয়োগের বিধান দিয়ে আলোচ্য ক্ষেত্রে জটিলতা সহ দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করা হয়েছে; (ঙ) উল্লেখ্য যে রেয়াত গ্রহণকৃত একই উপকরণ দ্বারা করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যে জড়িত রেয়াত এ ধরনের পণ্য সরবরাহের বিপরীতে সরকারি কোষাগারে ফেরৎ প্রদান নিশ্চিত করতে ধারা ৪৮ অধীন প্রস্তাবিত নতুন দফা (ঘঘ) (যা প্রস্তাবিত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিধি ৩০ক এর সাথে পঠিতব্য) এর বিধান যৌক্তিক মর্মে সদয় বিবেচ্য; (চ) তাছাড়াও মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি নং ২৮ এর বিপরীতে "অনাদায়ী পণের জন্য সরবরাহোত্তর সমন্বয়" এর যে যৌক্তিক ও আধুনিক কর ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়নের বিপরীতে ধারা ৪৭ এর বিধান বহাল থাকার সুযোগ নেই মর্মে বিবেচ্য; কেননা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্পষ্ট সাংঘর্ষিকতা বিরাজমান দেখা যায়; তাই ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য;	

১০.	ধারা ৪৮ অধীন দফা (ঘ) এর পর নতুন দফা (ঘঘ) সংযোজন।	ধারা ৪৮ অধীন দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (ঘঘ) সংযোজনের প্রস্তাব করা হলোঃ **"(ঘঘ) রেয়াত গ্রহণকৃত একই উপকরণ দ্বারা করযোগ্য ও অব্যাহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ধরণের উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত অব্যহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের বিপরীতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত সহগ ভিত্তিক জড়িত উপকরণ কর এর ক্ষেত্রে বৃদ্ধিকারী সমন্বয় সাধন করিতে হইবে;**	রেয়াত গ্রহণকৃত একই উপকরণ দ্বারা করযোগ্য ও অব্যহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে **১৯৯১** সনের মূসক আইন ও বিধির ব্যবস্থাধীনে তথা বিধি নম্বর **১৯**(৩) এ যে যৌক্তিক পদ্ধতি চালু ছিল তা নিশ্চিত করতে প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	ধারা ৪৮ অধীন দফা (ঘ) এর পর নতুন দফা (ঘঘ) সংযোজনের প্রস্তাবনা।
১১.	**ধারা ৭৭।- কর নির্ধারণ নোটিশের গ্রহণযোগ্যতাঃ-** আইনে সরাসরি কোন বিধান দেয়া হয় নি। **ধারা ৭৭। কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা।-** (১) কর নির্ধারণ নোটিশের মূল বা সত্যায়িত কপি কার্যধারায় চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে এমনরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে যেন উক্ত কর নির্ধারণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কর নির্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্যতীত, কর নির্ধারণের সকল বিষয় এবং নির্ধারিত করের পরিমাণ যথার্থ বিবেচিত হইবে। (২) কোন কর যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে বা কার্যকর করা হইয়াছে, উহা আকার ও প্রকারগত কারণে রদ করা যাইবে না বা বাতিল বা বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। (৩) কোন কাজ না করা বা কোন ভুল-ত্রুটির কারণে কোন কর নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হইবে না, যদি কর নির্ধারণ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কর নির্ধারণের আওতাধীন ব্যক্তি বা যাহার উপর কর নির্ধারিত হইতে পারে তাহার নাম উক্ত নোটিশে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী উল্লিখিত হয়।	**ধারা- ৭৭ এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলোঃ** **ধারা ৭৭। কর নির্ধারণী নোটিশের গ্রহণযোগ্যতা।-** (১) কর নির্ধারণ নোটিশের মূল বা সত্যায়িত কপি কার্যধারায় চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে **করদাতার আপীল দায়েরের অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া এবং আপীলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে** এমনরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে যেন উক্ত কর নির্ধারণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং কর নির্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ব্যতীত, কর নির্ধারণের সকল বিষয় এবং নির্ধারিত করের পরিমাণ যথার্থ বিবেচিত হইবে। (২) কোন কর যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে বা কার্যকর করা হইয়াছে, উহা আকার ও প্রকারগত কারণে **আপীলের সিদ্ধান্ত ব্যতিত** রদ করা যাইবে না বা বাতিল বা বাতিলযোগ্য বলিয়া গণ্য করা যাইবে না। (৩) কোন কাজ না করা বা কোন ভুল-ত্রুটির কারণে কোন কর নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হইবে না, যদি কর নির্ধারণ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং কর নির্ধারণের আওতাধীন ব্যক্তি বা যাহার উপর কর নির্ধারিত হইতে পারে তাহার নাম উক্ত নোটিশে ~~**সাধারণ ধারণা অনুযায়ী**~~ **যৌক্তিক প্রমাণ সাপেক্ষে** উল্লিখিত হয়।	করদাতার আপীল দায়েরের যৌক্তিক অধিকার নিশ্চিত করতে ও ন্যয় বিচার নিশ্চিতকরণ বিষয়টি যৌক্তিক বিবেচনায় ধারা ৭৭ এর সংশোধনীর প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	ধারা- ৭৭ এর সংশোধনীর প্রস্তাবনা।
১২.	**(১) ধারা- ৮৫ ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ।** (১) নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২) এ বর্ণিত ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে ধারা ৮৬তে	ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) অধীন সারণীর ক্রমিক নং- (ড) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলোঃ- **ধারা- ৮৫ ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ।** (১)	জরিমানা আরোপ সংশ্লিষ্ট বিধানটি ইতোপূর্বে বলবৎ মূল্য সংযোজন কর আইন, **১৯৯১** এর সাথে সামঞ্জস্যকরণ যৌক্তিক বিবেচনায় উহার ধারা ৪০	ধারা- ৮৫ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৪) এর সংশোধনীর প্রস্তাবনা।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা কলাম (৩) এ বর্ণিত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

সারণী
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>ব্যর্থতা বা অনিয়ম</th><th>জরিমানার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td></tr>
<tr><td>(ছ)</td><td>দাখিলপত্রে উৎপাদ করের কোন পরিমান অন্তর্ভুক্ত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;</td><td>অনুল্লেখিত উৎপাদ করের দ্বিগুণ;</td></tr>
<tr><td>(জ)</td><td>দাখিলপত্রে প্রাপ্য উপকরণ করের রেয়াত অধিক গ্রহণ করিবার অনিয়ম;</td><td>অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ করের দ্বিগুণ;</td></tr>
<tr><td>(ঝ)</td><td>দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবার অনিয়ম;</td><td>বর্ধিত হ্রাসকারী সমন্বয়ের দ্বিগুণ বা হ্রাসকৃত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের দ্বিগুণ;</td></tr>
</table>
</td>
<td>
নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (২) এ বর্ণিত ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা কলাম (৩) এ বর্ণিত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

সারণী
<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>ব্যর্থতা বা অনিয়ম</th><th>জরিমানার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>(২)</td><td>(৩)</td></tr>
<tr><td>(ছ)</td><td>দাখিলপত্রে উৎপাদ করের কোন পরিমান অন্তর্ভুক্ত না করিবার ব্যর্থতা বা অনিয়ম;</td><td>অনুল্লেখিত উৎপাদ করের ~~দ্বিগুন~~ **অন্যূন অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ;**</td></tr>
<tr><td>(জ)</td><td>দাখিলপত্রে প্রাপ্য উপকরণ করের রেয়াত অধিক গ্রহণ করিবার অনিয়ম;</td><td>অনিয়মিতভাবে গৃহীত উপকরণ করের ~~দ্বিগুন~~ **অন্যূন অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ;**</td></tr>
<tr><td>(ঝ)</td><td>দাখিলপত্রে হ্রাসকারী সমন্বয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার বা বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবার অনিয়ম;</td><td>বর্ধিত হ্রাসকারী সমন্বয়ের ~~দ্বিগুন~~ **অন্যূন অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ** বা হ্রাসকৃত বৃদ্ধিকারী সমন্বয়ের ~~দ্বিগুন~~ **অন্যূন অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ;**</td></tr>
</table>
</td>
<td>
এর বিধানের আওতার ন্যয় নির্ণয়কারী কর্মকর্তার কর্ম পরিধির মধ্যে রাখা এবং তদাধীনের ধারা ৩৭ ও একই সনের মূসক বিধিমালার বিধি ৩৫ এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যৌক্তিক বিবেচ্য।

তাছাড়াও, ২নং কলামের টেবিলটির ক্রমিক নং (ড) এর বিপরীতে ২নং কলামে প্রদর্শিত ব্যর্থতা বা অনিয়ম ও ৩নং কলামে প্রদর্শিত জরিমানার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বিধানটি মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর **বিধি নং ৬৫(১)(ক) এ বর্ণিত মূলত: একইরূপ ব্যর্থতা বা অনিয়মের বিপরীতে প্রদত্ত বিধানের সাথে** সাংঘর্ষিক; বিধায় উপর্যুক্ত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে আলোচ্য ক্ষেত্রে ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	(ড) | আরোপিত কর নিরূপণ ও পরিশোধ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার বা পরিহারের চেষ্টা করিবার অনিয়ম; | পরিহারকৃত করের দ্বিগুণ। (২) উপধারা (২) অপরাধ বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা ও অনিয়ম ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হন বা নিষিদ্ধ কিছু করেন, তাহা হইলে ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যর্থতা বা কর্মকান্ডের গুরুত্ব ও পৌনঃপুনিকতাভেদে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও পরিমাণে, জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (৪) এর শেষে নতুন শর্তাংশ সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাবনা।	(ড) | আরোপিত কর নিরূপণ ও পরিশোধ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার বা পরিহারের চেষ্টা করিবার অনিয়ম; | **পরিহারকৃত করের ~~দ্বিগুন~~ অন্যূন অর্ধেক এবং অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ;** (২) উপ-ধারা (২) অপরাধ বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা ও অনিয়ম ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুযায়ী করণীয় কোন কিছু করিতে ব্যর্থ হন বা **~~নিষিদ্ধ~~ সংশ্লিষ্ট বিধান বিরুদ্ধ** কিছু করেন, তাহা হইলে ধারা ৮৬তে উল্লিখিত মূসক কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত ব্যর্থতা বা কর্মকান্ডের গুরুত্ব ও পৌনঃপুনিকতাভেদে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ~~ও পরিমাণে,~~ **অন্যূন ২০(কুড়ি) হাজার টাকা এবং অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা** জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (৪) এর শেষে নিম্নরূপ শতাংশ সন্নিবেশিকরণের প্রস্তাব করা হলো: "তবে শর্ত থাকে যে উপ-ধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলামের ক্রমিক নং (চ) এর ক্ষেত্রে শুনানীর সুযোগ ব্যতিত অনলাইনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরোপিত জরিমানা, করদাতা কর্তৃক যথাসময়ে কাগুজে পদ্ধতিতে দাখিলপত্র পেশের প্রমাণক উপস্থাপণের বিপরীতে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক উপর্যুক্তরূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরোপিত জরিমানার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে এবং এইরূপে প্রদত্ত অব্যাহতি আদেশের বিপরীতে কমিশনার বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনায়ন পূর্বক বিষয়টি চুড়ান্ত নিস্পত্তি করবেন।"	(২) ক্ষেত্রেও বিষয়টি মূসক আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭(২) এর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যৌক্তিক বিবেচনায় ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যৌক্তিক বিবেচ্য। (৩) মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ খ্রিঃ এর বিধি ৪৭(২) অধীন অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিলের পাশাপাশি কাগুজে পদ্ধতিতে দাখিলপত্র দাখিলের সুযোগ বহাল থাকার প্রেক্ষিতে ০৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য;	
১৩.	**ধারা ১২১। এর উপ-ধারা (২) কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে তর্কিত আদেশে**	ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলো।	ধারা ১২১ (২) এর বর্তমান বিধান অনুযায়ী দাবীকৃত "কর" (যা ধারা ২(২৪) এর বিধানে	ধারা ১২১ (২) এর সংশোধনী প্রস্তাবনা।

	উল্লিখিত দাবীকৃত "কর" এর ২০% Statutoly জমা প্রদানের বিধান বলবৎ আছে।	"ধারা ১২১ এর উপ-ধারা (২)ঃ মূসক কর্মকর্তা ব্যতিত কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীণ আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তকিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত ~~করের~~ মূসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর (যাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়) অথবা তাহা না থাকিলে আরোপিত জরিমানার ~~২০ (বিশ)~~ ১০ (দশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।"	প্রদত্ত সংঙ্গা অনুযায়ী (তথা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর, সুদ, জরিমানা ও অর্থদন্ডের সমষ্টির ২০% নগদ জমা দিয়ে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল রুজুকরণ অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়; উল্লেখ্য ১৯৯১ সনের মূসক আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান (ধারা ২(খখখ) তে প্রদত্ত "কর" এর সংঙ্গা ভিত্তিক ধারা ৪২(২) (খ) অনুযায়ী দাবীকৃত মূসক ও সম্পূরকের ১০% এবং মূসক ও সম্পূরক শুল্ক না থাকলে আরোপিত অর্থদন্ডের ১০% জমা দিয়ে আপীল দায়েরের সুযোগ ছিল; এবং কমিশনার (আপীল) এর রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে পূর্বের ও বর্তমান আইনে কোন অর্থ জমার প্রয়োজন না থাকলেও ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল রুজুর ক্ষেত্রে পূর্বের আইনে কোন অর্থ জমার বিধান ছিল না; যার বিপরীতে বর্তমান হাইকোর্টে রিভিশন মামলা রুজুর জন্য উপর্যুক্তরূপে সংঙ্গায়িত "কর" এর ১০% অর্থাৎ সর্বমোট (২০+১০)= ৩০% (পূর্বের উপর্যুক্তরূপে সংঙ্গায়িত "কর" এর মাত্র ১০% এর স্থলে) জমা প্রদানের বিধান দেয়া হয়েছে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে আপীল রুজুর জন্য Statutory জমার ক্ষেত্রে ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য;	
১৪.	**ধারা ১২২। আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল।-** ******************************** **ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (২)ঃ** মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উলি-খিত দাবীকৃত করের ২০ (বিশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ	**ধারা ১২২। আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীল।-** ***************************** **ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণ সহ উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান দুটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হলঃ** **ধারা ১২২ এর উপ-ধারা (২)ঃ** মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল দায়ের করিবার ক্ষেত্রে,	ধারা ১২২ এর বর্তমান বিধান অনুযায়ী কমিশনার বা সমমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক দাবীকৃত "কর" (যা ধারা ২(২৪) এর বিধানে প্রদত্ত সংঙ্গা অনুযায়ী তথা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মূসক, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর, সুদ, জরিমানা ও অর্থদন্ডের সমষ্টির) ২০% নগদ জমা দিয়ে ট্রাইব্যুনালে আপীল রুজুকরণ অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়; উল্লেখ্য ১৯৯১ সনের	<u>**ধারা ১২২ঃ**</u> আপীলাত ট্রাইবুন্যালে আপীল সংশ্লিষ্ট বিধানে সংশোধনীর প্রস্তাবনা।

	পরিশোধ করিতে হইবে। (৩) তবে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাষ্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনাল এ আপীল দায়ের করা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তাহার উপর দাবীকৃত কর বা আরোপিত অর্থদন্ডের কোন অংশ জমা প্রদান করিতে হইবে না। আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীলের পক্ষগণের শুনানী গ্রহণের পর অন্তর্বর্তীকালীন কর আদায়ের স্থগিতাদেশসহ যেইরূপ সংগত এবং সমীচীন মনে করিবেন সেই রূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। (৪) কর আদায় স্থগিতকরণ সংক্রান্ত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যেকোন অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পরের দিবসে অকার্যকর হইবে, যদি না কার্যাধারাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, বা উহার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তবর্তী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।	তাহাকে উক্ত আপীল দায়েরকালে তর্কিত আদেশে উল্লিখিত দাবীকৃত মূসক, সম্পূরক শুল্ক বা টার্নওভার কর (যাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়) এর দশ শতাংশ **বা দাবীকৃত উপযুক্ত রাজস্ব না থাকিলে, আরোপিত জরিমানার দশ শতাংশ** পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে ~~।~~ ; **তবে শর্ত থাকে যে, যদি আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এইরূপ মনে করেন যে, দাবীকৃত মূল রাজস্ব বা আরোপিত জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ পরিমাণ অর্থ জমাদান আপীলকারীর জন্য কষ্টকর হইবে তবে আপীলাত কর্তৃপক্ষ ঐ অর্থ আপীলকারীকে হয় বিনা শর্তে অথবা যেমনটি উপযুক্ত বিবেচিত হয় সেই শর্তে জমাদান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।** **তবে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কাষ্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনাল এ আপীল দায়ের করা হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে তাহার উপর দাবীকৃত উপর্যুক্তরূপ রাজস্ব বা আরোপিত অর্থদন্ডের কোন অংশ জমা প্রদান করিতে হইবে না।** ~~**(৩) আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীলের পক্ষগণের শুনানী গ্রহণের পর অন্তরবর্তীকালীন কর আদায়ের স্থগিতাদেশসহ যেইরূপ সংগত এবং সমীচীন মনে করিবেন সেই রূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।**~~ ~~**(৪) কর আদায় স্থগিতকরণ সংক্রান্ড় আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যেকোন অন্ড়র্বর্তীকালীন আদেশ উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইবার পরের দিবসে অকার্যকর হইবে, যদি না কার্যাধারাটি চূড়ান্ড়ভাবে নিষ্পন্ন করা হয়, বা উহার পূর্বে আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।**~~	মূসক আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান (ধারা ২(খখখ) তে প্রদত্ত "কর" এর সংজ্ঞা (তথা বর্তমান আইনের সুদ জরিমানা ও অর্থদন্ড বাদে মূল রাজস্ব বাবদ অর্থ) ভিত্তিক ধারা ৪২(২) (খ) অনুযায়ী দাবীকৃত মূসক ও সম্পূরকের ১০% এবং মূসক ও সম্পূরক শুল্ক না থাকলে আরোপিত অর্থদন্ডের ১০% জমা দিয়ে আপীল দায়েরের সুযোগ ছিল; এবং কমিশনার (আপীল) এর রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের পূবের্র ও বর্তমান আইনে কোন অর্থ জমা প্রদানের প্রয়োজন না থাকলেও ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল রুজুর ক্ষেত্রে কোন অর্থ জমার বিধান পূর্বের আইনে ছিল না; যার বিপরীতে বর্তমান আইনে হাইকোর্টে রিভিশন মামলা রুজুর জন্য উপর্যুক্তরূপে সংজ্ঞায়িত "কর" এর ১০% অর্থাৎ সর্বমোট (২০+১০)= ৩০% জমা প্রদানের বিধান দেয়া হয়েছে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে আপীল রুজুর জন্য Statutory জমার ক্ষেত্রে ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য; তাছাড়া, আপীলকারীর অর্থনৈতিক Hardship বিবেচনায় শুল্ক সংশ্লিষ্ট আপীল মামলায় শুল্ক আইনের ধারা ১৯৪ এর বিধান অনুযায়ী ট্রাইবুন্যালের বিবেচনায় জমার অংক কমিয়ে বা মাফ করা/ব্যাংক গ্যারান্টি নেয়ার সুযোগ দেয়া হলেও সে সুযোগ ভ্যাট আইনেও থাকা যৌক্তিক মর্মে বিবেচ্য। যখন আপীল রুজুর জন্য Statutory জমা প্রদানপূর্বক রুজুকৃত আপীল মামলা শুনানীর জন্য	

			গ্রহণ করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই তা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আদেশের কার্যকারিতাও ভূতাপেক্ষভাবে স্থগিত হয়ে যায় মর্মে গণ্য হওয়া যৌক্তিক মর্মে বিবেচ্য; ; তাছাড়া সংশ্লিষ্ট কোন আইনের বিধানের আওতায় আপীলটি শুনানির জন্য আপীলাত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা, আর কোন আদেশের বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্রের অধীন মৌলিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় রুজুকৃত রীট মামলায় মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রুলনিশী জারী ও তৎপ্রেক্ষিতে স্থগিত আদেশ প্রদান এক জিনিস বিবেচনার সুযোগ নেই; বিধায় উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধান অযৌক্তিক বিবেচ্য। তাই ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	
১৫.	**ধারা ১২৪। হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন।-** (১) বোর্ড বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কমিশনার বা মহাপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, উক্ত আদেশের আইনগত প্রশ্নে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন। (২) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত রিভিশনের বিষয়ে, যতদূর সম্ভব দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৫ প্রযোজ্য হইবে। (৪) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তহাকে তর্কিত আদেশে উলি-খিত প্রদেয় করের বা জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।	ধারা ১২৪ এর বিধানটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণ এবং উপ-ধারা (৪) এর বিধানটি বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হলঃ **ধারা ১২৪। হাইকোর্ট বিভাগে ~~রিভিশন~~ আপীল।-** (১) বোর্ড বা আপীলাত ট্রাইব্যুনালের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা কমিশনার বা মহাপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন কোন মূসক কর্মকর্তা, উক্ত আদেশের আইনগত প্রশ্নে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে **~~রিভিশনের~~ আপীল** আবেদন দাখিল করিতে পারিবেন। (২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত **~~রিভিশনের~~ আপীল** বিষয়ে, যতদূর সম্ভব দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে **~~রিভিশনের~~ আপীল** আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৫ প্রযোজ্য হইবে। **~~(৪) মূসক কর্মকর্তা ব্যতীত, অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে, তহাকে তর্কিত আদেশে উলি-খিত প্রদেয় করের বা জরিমানার ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।~~**	ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশনে রিভিশন নয় বরং আপীল দায়েরের বিধান থাকা যুক্তিযুক্ত কেননা হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপিলেট বিভাগে রিভিশন চাওয়ার বিধান থাকে এবং এ ব্যবস্থা ২নং কলামে বর্ণিত ধারা ১২৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী দেওয়ানী কার্যবিধির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ফর্মে বিবেচা হবে। তাছাড়া কমিশনার (আপীল) ও ট্রাইবুন্যাল পর্যায়ে নতুনভাবে প্রদত্ত প্রস্তাবনা বা আইনের বর্তমান বিধান অনুযায়ী ২০% জমা দিয়ে প্রতিকার না পেয়ে হাইকোর্ট বিভাগে পূর্ণরায় ১০% অর্থাৎ সর্বমোট ৩০% জমা দিয়ে, বিশেষ করে বড় অংকের মামলায় প্রতিকার পাওয়ার আবেদন করা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই উচ্চতর আদালতে আপীলের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ সীমিত হওয়ার বা রুদ্ধ হওয়ার আশংকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মূসক কর্মকর্তা কর্তৃক কারণ দর্শানো নোটিশ জারীর	**ধারা ১২৪:** হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশনের পরিবর্তে আপীল করা বিষয়ে প্রস্তাবনা।

			বিরুদ্ধেই শুরুতেই বা কার্যধারার যে কোন পর্যায়ে শাসনতন্ত্রের অধীন মৌলিক অধিকার খর্বের কারণ দেখিয়ে রিট মামলায় যেয়ে স্থগিতাদেশসহ রুল নিবে; যা রাজস্বের জন্য বরং আরো ক্ষতিকর হবে, তাই উপ-ধারা (৪) এর বিধান বিলুপ্তিসহ ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	
১৬.	**ধারা ১২৭ এর উপধারা (১) এর শেষে প্রদত্ত "ব্যাখ্যা" তে প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী "আপীল নিস্পন্নাধীন সময়সহ" সূদ নির্নয়ের বিধান দেয়া হয়েছে।**	**ধারা ১২৭ এর উপধারা (১) এর শেষে প্রদত্ত "ব্যাখ্যা" এর বিধানটি নিম্মরূপে প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করা হলোঃ** **"ব্যাখ্যা":-** এই উপ–ধারায় "মূসক পরিশোধের দিন পর্যন্ত অর্থ নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে আপীলে ব্যয়িত সময় বাদে পরিশোধের দিন"	সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জন্য আপীল দায়ের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। তাই মৌলিক অধিকারভূক্ত আপীলে ব্যয়িত সময়কাল সূদ গণনা হতে বাদ দেয়া ন্যয়নীতির প্রশ্নে যৌক্তিক বিবেচ্য। তাই প্রস্তাবটি যৌক্তিক বিবেচ্য।	**ধারা ১২৭ (১) এর "ব্যাখ্যা" এর সংশোধনীর প্রস্তাব**
১৭.	বিধি ১৮ক এর উপবিধি (২)ঃ উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক আন্তর্জাতিক দরপত্রে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশভুক্ত কার্যক্রমের আংশিক সম্পাদনের নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে, নিম্নবর্ণিত দলিলাদি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল সাপেক্ষে, উহা আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর অধীন প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইবে। ***********	**বিধিমালার বিধি ১৮ক এর সংশোধনীর প্রস্তাবনা ঃ** বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (২) উল্লিখিত "আন্তর্জাতিক দরপত্রে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশের" শব্দগুলির পর **"অভ্যন্তরে বা" শব্দ দুইটি সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাব করা হলোঃ**	বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কার্যাদেশপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সাব কন্ট্রাক্ট প্রচ্ছন্ন রপ্তানি গণ্য করা হলে সেসুযোগ বাংলাদেশের অভ্যান্তরে কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাব কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচ্য।	বিধি ১৮(ক) এর উপ-বিধি (২) এর সংশোধনির প্রস্তাবনা।
১৮.	বিধি ১৮(খ) ও ১৮(গ) নামে দুটি নতুন বিধি সন্নিবিশিতকরণের প্রস্তাবনা।	**বিধি ১৮ক এর পর নিম্নরূপ দুটি নতুন বিধি ১৮খ ও ১৮গ সন্নিবিশিতকরণের প্রস্তাব করা হলোঃ** **"১৮খ। অভ্যান্তরীন ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান। -** (১) কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি অভ্যান্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোনো প্রকৃত রপ্তানিকারককে কোন পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান (যদি প্রযোজ্য হয়) করিলে উক্ত পণ্য বা সেবাকে আইনের ধারা ২	দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৯১ সনের মূসক ব্যবস্থাধীনে মূসক বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ৩২ ও ৩২ক এর বিধান দুটি প্রায় হুবহু (শুধুমাত্র প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সামান্য সংশোধনী সহ) বর্তমান মূসক ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এ যথাক্রমে বিধিন ১৮খ ও ১৮গ হিসেবে সন্নিবেশিকরণ যৌক্তিক বিবেচ্য।	বিধি ১৮(খ) ও ১৮(গ) নামে দুটি নতুন বিধি সন্নিবিশিতকরণের প্রস্তাবনা।

		এর দফা (৬২) এর অধীন প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলিয়া গণ্য করা হইবে। (২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৬৪ অনুযায়ী দাখিলপত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য হইলে তৎকর্তৃক অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন রপ্তানিকারককে সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে উপকরণ কর আইনের ধারা-৪৬ এবং সম্পূরক শুল্ক আইণের ধারা ৬২ ও বিধি ৪৫ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি পরিপালন স্বাপেক্ষে হ্রাসকারী সমন্বয় সাধন করা যাইবে। (৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে বিধি ৪৫ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন "মূসক ৭.১" এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র, রপ্তানী ঋণপত্রের অনুলিপি ও বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য প্রাপ্তির প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে। (৪) এই বিধিতে বর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্তিকল্পে উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানিকারকের শুল্ক কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস থাকিতে হইবে। অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহতব্য পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি যথা: ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র নম্বর ও তারিখ, প্রচ্ছন্ন, রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা, পণ্যের বিবরণী ও পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানিকারকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এ উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং বিধি ৪৫ এর উপ-বিধি (১) -এর অধীন সম্পূরক শুল্ক হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ আবেদনের সহিত উক্ত ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)- এর অনুলিপিও সংযুক্ত করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে সংল্লিষ্ট ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) অথবা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এ উল্লিখিত তথ্যাদির		

		যথার্যতা এবং সরবরাহকৃত পণ্যের উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানিকারকের পাশবই ও ওয়্যারহাউস রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে তথ্যাদি নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরিদপ্তর কর্তৃপক্ষ উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানিকারকের বন্ড নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিবেন। (৫) উৎপাদক প্রকৃত রপ্তানিকারক সংগৃহীত পণ্য দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্যের সংরক্ষণ, রপ্তানি বা অন্যকোনো প্রকারে নিষ্পত্তির বিবরণী সংশ্লিষ্ট পাশ বহি, রেজিস্টার বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বন্ড কর্মকর্তা দ্বারা উহা প্রমাণীকৃত করাইবেন। (৬) ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত পণ্য বা তদ্দ্বারা প্রস্তুতকৃত পণ্য রপ্তানি করিতে ব্যর্থ হইলে রপ্তানিকারক উক্ত সংগৃহীত পণ্য বাবদ রেয়াত বা হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণকৃত (যথাক্রমে) উপকরণ কর ও সম্পূরক শুল্ক রপ্তানি ঋণপত্রের তামাদি তারিখ অথবা Customs ACt, 1969 (IV of 1969) এর Section 98 অনুযায়ী উক্ত পণ্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস এ সংগৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ, যাহাই পূর্বে হউক, এর মধ্যে ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।” **“১৮ গ। পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শূন্য করহার ও প্রত্যর্পণের সুবিধা।-** পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান, অতঃপর উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত, কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবা নিম্নরূপ শর্তাধীনে আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর অধীনে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলিয়া গণ্য করা যাইবে, যথাঃ (ক) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১০০% রপ্তানিমূখী বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করিতে হইবে; (খ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার অনুকূলে ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউটিলাইজেশন		

		ডিক্লারেশন থাকিতে হইবে এবং উহাতে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র কিংবা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের নম্বর ও তারিখ, উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পণ্য বা সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তির মূসক নিবন্ধন নম্বর, নাম ও ঠিকানাসহ উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে ইস্যুকৃত অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের নম্বর ও তারিখ উল্লেখ থাকিতে হইবে; (গ) উক্ত ঋণপত্রসমূহ যে ব্যাংকের সেই ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ঋণপত্রের অনুলিপিসহ ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনসমূহ উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকিতে হইবে। (ঘ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রদত্ত উপকরণ কর আইনের ধারা ৪৬ এবং সম্পূরক শুল্ক আইনের ধারা ৬২ও বিধি ৪৫ অনুযায়ী আবেদনপত্রের (মূসক ৭.১) সহিত দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত দলিলাদিসহ বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সনদপত্র, নিবন্ধনপত্রের ছায়ালিপি, পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের বিপরীতে ফরম “মূসক ৬.৩” এ প্রদত্ত চালানপত্র, সরবরাহকৃত পণ্য বা প্রদত্ত সেবায় ব্যবহৃত উপকরণ আমদানির স্বপক্ষে বিল অব এন্ট্রির মূল কপি বা উপকরণের সরবরাহকারী কর্তৃক ফরম “মূসক ৬.৩” এ প্রদত্ত চালানপত্র ও উপস্থাপিত দলিলপত্রাদির সত্যতা বিষয়ে তিনশত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে; (ঙ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলযোগ্য মাসিক দাখিলপত্র “মূসক ৯.১” এ এই বিধির আওতায় প্রাপ্ত সুবিধাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রতি জানুয়ারি ও জুলাই মাসে এতদসংক্রান্ত ষান্মাসিক বিবরণী স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।”		
১৯.	**বিধি ২৬। আংশিক উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ।-(ধারা- ৪৭ এর পরিপূরক হিসেবে একটি বিস্তারিত বিধান)**	**বিধি ২৬ এর বিধানটি বিলুপ্তিকরণেল প্রস্তাব করা হলোঃ**	যে প্রেক্ষিতে যে যুক্তিতে আইনের ধারা ৪৭ এর বিধানটি বিলুপ্তির জন্য ক্রমিক নং ৯ এ প্রস্তাবনা উপস্থাপণ করা হয়েছে সেই একই যুক্তিতে বিধি ২৬ বিলুপ্তির প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	বিধি ২৬ বিলুপ্তিকরণের প্রস্তাবনা।
২০.	বিধানটি নতুনভাবে ৩ নং কলামে প্রস্তাবিত।	বিধি ৩০ এর পর নিম্নরূপ নতুন বিধি ৩০ক সংযোজনের প্রস্তাব করা	হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণকৃত তথা রেয়াত গ্রহণকৃত	প্রস্তাবিত নতুন বিধি ৩০ক

		হলো: **"৩০ক। রেয়াত গ্রহণকৃত একই উপকরণ দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর গৃহীত রেয়াত ফেরত সংশ্লিষ্ট উপকরণ-উৎপাদ সহগ।-** **ধারা ৪৮ এর অধীন (প্রস্তাবিত নতুন) দফা (ঘঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একই উপকরণ দ্বারা করযোগ্য ও অব্যহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে হ্রাসকারী সমন্বয় তথা রেয়াত গ্রহণকৃত উপকরণ দ্বারা উৎপাদিত অব্যহতিপ্রাপ্ত পণ্য সরবরাহের বিপরীতে গৃহীত রেয়াত সরকারী কোষাগারে ফেরৎ দান নিশ্চিত করিতে প্রতি একক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে ফরম "মূসক ৪.৩"-এ কমিশনার এর নিকট উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে এবং ঘোষণার তারিখ হইতে ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে কমিশনার কর্তৃক তাহা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সহ অনুমোদনপ্রাপ্ত না হইলে ঘোষিত সহগ অনুমোদিত মর্মে বিবেচিত হইবে"।**	একই উপকরণ দ্বারা করযোগ্য ও অব্যহতিপ্রাপ্ত উভয় প্রকার পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে **১৯৯১** সনের মূসক আইন ও বিধির ব্যবস্থাধীনে (তথা বিধি নম্বর ১৯(৩) এ) উক্ত আইনের অধীন বিধি ৩(১) তে ফরম "মূসক - ১গ" তে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা ও অনুমোদনের যে বিধান বলবৎ আছে, হুবহু সেই একই ফর্মেটে নতুন বিধিমালায় তা গ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	সন্নিবেশিকরণের প্রস্তাবনা।
২১.	বিধি ৪০(১) অধীন দফা (গ) এর উপ-দফা (অঅ) এ উল্লিখিত "সমন্বিত করচালানপত্র" এর ক্ষেত্রে "সমন্বিত" শব্দটি বিলুপ্তকরণের প্রস্তাব।	বিধি ৪০(১) অধীন দফা (গ) এর উপ-দফা (অঅ) এ উল্লিখিত "সমন্বিত করচালানপত্র" এর ক্ষেত্রে "সমন্বিত" শব্দটি বিলুপ্তকরণের প্রস্তাব করা হলো।	সমন্বিত কর চালানপত্রের অস্তিত্ব না থাকায় প্রস্তাবনা যৌক্তিক বিবেচ্য।	বিধি ৪০(১) অধীন দফা (গ) এর উপ-দফা (অঅ) এ উল্লিখিত "সমন্বিত করচালানপত্র" এর ক্ষেত্রে "সমন্বিত" শব্দটি বিলুপ্তকরণের প্রস্তাব।
২২.	বিধি ৪৭ এর উপ-বিধি (৩) এর অর্ধীন দফা (ক) এ শতভাগ উৎসে কর্তনযোগ্য "সরবরাহ" এর সরবরাহকারী সহ সকল ধরণের করদাতার দাখিলপত্র অনলাইনে বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে দাখিরের বিধান দেয়া হয়েছে।	বিধি ৪৭ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন দফা (ক) এর বিধানটি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো: **"(ক) শতভাগ উৎসে কর্তনযোগ্য "সরবরাহ" এর সরবরাহকারী করদাতা ব্যতিত সকল করদাতা অনলাইনে বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম;"**	উৎসে কর্তনযোগ্য "সরবরাহ" এর বিপরীতে উৎসে কর্তনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় সরবরাহ গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত সরবরাহের বিপরীতে বিল পরিশোধের ১৫ কার্য দিবসের মধ্যে এবং তার তিন কার্যদিবসের মধ্যে "মূসক ৬.৬" এ উৎসে কর্তন সনদপত্র সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে প্রদান করা হয়; ফলে এ ধরণের সরবরাহকারী "মূসক ৬.৩" প্রদান পূর্বক সরবরাহের সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে দালিখপত্রের "PART-3: SUPPLY OUTPUT TAX" এর ঘরে প্রদেয় রাজস্ব প্রদর্শন স্বত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে সরবরাহের বিপরীতে "মূসক ৬.৬" ফরমে সনদপত্র না পাওয়ার কারণে	বিধি ৪৭ এর উপ-বিধি (৩) এর অর্ধীন দফা (ক) এ শতভাগ উৎসে কর্তনযোগ্য "সরবরাহ" এর সরবরাহী সহ সকল ধরণের করদাতার দাখিলপত্র অনলাইনে বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে দাখিরের বিধান দেয়া হলেও তা উপর্যুক্ত ধরণের সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ না থাকায় তার ক্ষেত্রে কাগুজে দাখিলপত্র পেশের বিধান দেয়ার প্রস্তাবনা।

			দাখিলপত্রের “PART-6: DECREASING ADJUSTMENT (VAT)” এর Note-29 এর ঘরে উৎসে কর্তিত ও জমাকৃত অংক প্রদর্শন করতে না পারার কারণে দাখিলপত্রে “PART-10: CLOSING BALANCE” এর Note 65 তে বীজগণিতের ফর্মূলা ও হিসাব অনুযায়ী করদাতার হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী কোনরূপ অতিরিক্ত অর্থ জমা থাকার পরিবর্তে তার ‘দায়’ হিসেবে Negative Balance প্রদর্শন করে; এ ধরণের ক্ষেত্রে বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন সিস্টেমে দাখিলপত্র Submit করার সুযোগ নেই; কেননা বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা অনুযায়ী এধরণের ক্ষেত্রে ভ্যাট অনলাইনে রিটার্ণ Submit করলে যে Screen view পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ : **<u>View Error Message</u>** **P 10.65: The calculation amount of ” Closing Balance (VAT)” must be equal to or greater then O**.” তাই এধরণের ক্ষেত্রে কাগুজে দাখিলপত্র পেশের কোন বিকল্প নেই বিধায় প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত।	
২৩.	**বিধি ৬৫। জরিমানা আরোপের পদ্ধতি।-** (১) ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ব্যর্থতা বা অনিয়ম ব্যতীত অন্য যেকোনো ধরনের ব্যর্থতা বা অনিয়মের জন্য- (ক) যদি কোনো কর ফাঁকি হইয়া থাকে তাহা হইল ফাঁকি প্রদত্ত করের অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং (খ) যদি কোন কর ফাঁকি না হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্যূন ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং অনূর্ধ ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।	বিধি ৬৫ এর উপ-বিধি (১) অধীন দফা (ক) ও (খ) এর বিধান নিম্নরূপে প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো:- **৬৫। জরিমানা আরোপের পদ্ধতি।-** (১) ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ব্যর্থতা বা অনিয়ম ব্যতীত অন্য যেকোনো ধরণের ব্যর্থতা বা অনিয়মের জন্য- (ক) যদি কোনো কর ফাঁকি হইয়া থাকে তাহা হইল ফাঁকি প্রদত্ত করের **অন্যূন অর্ধেক এবং** অনূর্ধ্ব সমপরিমাণ জরিমানা আরোপিত হইবে; এবং (খ) যদি কোন কর ফাঁকি না হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্যূন ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং অনূর্ধ **~~১ (এক) লক্ষ~~ ৫০ (পঞ্চাশ)**	আইনের ধারা ৮৫ (১) এর প্রস্তাবিত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে আইনের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনায় প্রদত্ত একই যুক্তির প্রেক্ষিতে ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	৬৫ (১) অধীন দফা (ক) ও (খ) এর বিধান সংশোধনীর প্রস্তাবনা।

		হাজার টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।		
২৪.	প্রস্তাবনাটি নতুন, যা বর্তমান আইন ও বিধিমালাতে নেই।	**বিধি ১১৪ এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন বিধি ১১৪ক সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাব করা হলোঃ** **১১৪ক। এজেন্ট বা প্রতিনিধির কৃতকর্মের দায়দায়িত্ব নিবন্ধিত ব্যাক্তি কতৃক গ্রহণ**।- কোনো নিবন্ধিত ব্যাক্তি অন্যকোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন বা এই বিধিমালার অধীনের করণীয় কোনো কার্যসম্পাদনের কর্তৃত্ব প্রদান করিলে উক্ত ব্যক্তির কৃতকর্মের দায়দায়িত্ব নিবন্ধিত ব্যক্তির ওপরই বর্তাইবে।	১৯৯১ সনের মূসক বিধিমালার বিধি ৪২ এর অনুরূপ একটি বিধি বর্তমান (২০১৬ সালের) বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত থাকা যৌক্তিক বিবেচনায় বিধানটি হুবহু প্রস্তাব করা হয়েছে।	নতুন বিধি ১১৪ক সন্নিবেশিতকরণের প্রস্তাবনা।
২৫.	**বিধি ২ এর দফা (ক)ঃ যেক্ষেত্রে কোনো উৎপাদনকারী দুই বা ততোধীক স্থান হইতে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করেন এবং কেন্দ্রীয় ইউনিটে সকল হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও কর পরিশোধ করেন'** (খ) ***** (গ) ***** (ঘ) ***** **(ঙ) যে ক্ষেত্রে কোন উৎপদানকারী দুই বা ততোধিক স্থানে অভিন্ন বা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনপূর্বক নিজস্ব মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্র বা ডিপো বা ওয়্যারহাউস এর মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূসক হার কিংবা সুনির্দিষ্ট কর ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ হারে মূসক পরিশোধপূর্বক সরবরাহ করেন।**	**"মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ)– বিধিমালা, ২০১৯" এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধনীর প্রস্তাবনাসমূহ ঃ** **(ক)** উপর্যূক্ত বিধিমালার বিধি ২ অধীন দফা (ক) ও (ঙ) এ উল্লিখিত **"যেক্ষেত্রে কোনো উৎপাদনকারী দুই বা ততোধিক"** শব্দগুলোর পরিবর্তে **"যেক্ষেত্রে কোনো উৎপাদনকারী এক বা ততোধিক"** শব্দুগুলো প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হলো । **(খ) প্রস্তাব ঃ** উপর্যূক্ত বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর শেষোস্থিত **"(।)" দাড়ি এর পরিবর্তে "(;)" সেমি-কোলন** প্রতিস্থাপণ পূর্বক নিম্নরূপ একটি শর্তাংশ তৎপরবর্তীতে সন্নিবেশিকরণের প্রস্তাব করা হলো ঃ **"তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত সরবরাহকারী তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা উহার ধারক/প্যাকেটে সুস্পষ্টভাবে খোদিত MRP মূল্য ভিত্তিক দেশ ব্যাপী অভিন্ন মূল্যে বাজারজাত করিতে চাহিলে তৎকর্তৃক ক্রেতা বা ডিলারের নিকট সরবরাহের পূর্বে MRP মূল্য হইতে পশ্চাদ গণনায় (Back Calculation) প্রদেয় সমূদয় মূল্য সংযোজন কর কমিশনারের ঘোষিত উপকরণ উৎপাদন সহগ (মূসক ৪.৩) ভিত্তিক পরিশোধ করিলে উক্ত পণ্যের ক্রেতা বা ডিলার বা সাব-ডিলার কর্তৃক ব্যবসায়ী পণ্য হিসাবে সরবরাহের পর্যায়ে পূণরায় মূল্য সংযোজন কর প্রদানের বাধ্যবাধকতার উদ্ভব হইবে না।"**	(ক) যে সকল করদাতা শুধুমাত্র এক স্থানে পণ্য উৎপাদন পূর্বক দেশ ব্যাপী স্থাপিত বহু সংখ্যক বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাত করে থাকে (বাস্তব ক্ষেত্রে যাদের সংখ্যাই বেশি) তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় নিবন্ধনের সুবিধা প্রদান আইনের ধারা ৫(১) এর বিধানে বাধাগ্রস্থ করা হয়নি; অথচ আলোচ্য বিবিধমালায় সংশ্লিষ্ট বিধানটিতে "দুই বা ততোধিক স্থান" হতে পণ্য/সেবা বা উভয়ই উৎপাদন পূর্বক শুধুমাত্র "সরবরাহ" অর্থাৎ পণের বিনিময়ে সরবরাহের কথা বলা হয়েছে; আইনে "দুই বা ততোধিক স্থান হইতে" উৎপাদন পূর্বক "সরবরাহ" এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। তাই প্রস্তাবনাটি যুক্তিযুক্ত মর্মে সদয় বিবেচ্য। **(খ) প্রস্তাবনার স্বপক্ষে নিম্নের কয়েকটি বিষয় সদয় বিবেচনার দাবী রাখে ঃ** (১) উৎপাদক সরবরাহকারী হিসেবে যারাই দেশের মধ্যে ব্রান্ডেড পণ্য যেমন- পাদুকা বা ব্রান্ডযুক্ত অন্য কোন করযোগ্য পণ্য সরবরাহ কার্যক্রমের সাথে জড়িত তাদের প্রত্যেকেরই আপন আপন ব্রান্ড সম্বলিত প্রতিটি পণ্যের উপর উহার MRP খোদিত থাকে। প্রতিটি ব্রান্ডধারী প্রতিষ্ঠান দেশ ব্যাপী আপন আপন শো-রুম ছাড়াও ব্যবসায়িক রীতি/নিয়ম অনুযায়ী ডিলার	"কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ ও কর পরিশোধ বিধিমালা, ২০১৯" এর অধিকতর সংশোধনীর প্রস্তাবনা।

			বা ক্ষেত্র বিশেষে সাব-ডিলার/রিটেইলার নিয়োগ দিয়ে MRP মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে কমিশন দিয়ে তাদের মাধ্যমেই চুড়ান্ত পর্যায়ে ভোক্তার নিকট খোদিত একই MRP মূল্যেই পণ্য বিক্রি করলেও ব্রান্ডধারী করদাতা আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাদের পণ্যের Distributor, Dealer, Sub-Delarer বা Retailer দেরকে কর প্রদান ব্যবস্থাপণার ঝামেলা হতে অব্যাহতি দিয়ে তাদেরকে ব্রান্ডধারীর পণ্য বিক্রিতে আগ্রহী করতে এ ধরণের ডিলারের নিকট প্রথম বিক্রি স্তরেই MRP ভিত্তিক পশ্চাদ গণনায় প্রদেয় সমূদয় মূসক অগ্রীম পরিশোধ করতে আগ্রহী থাকে; উল্লেখ্য ১৯৯১ সনের মূসক আইনের অধীন অভিন্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ বা কেন্দ্রিয় নিবন্ধন পদ্ধতিতে ব্রান্ডধারী উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক কর্তৃক MRP ভিত্তিক প্রদেয় সমূদয় কর অগ্রীম পরিশোধ করায় ডিলার বা ক্ষেত্র বিশেষে সাব-ডিলার/রিটেইলার পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে মূসক প্রদানের প্রযোজ্যতা না থাকায় তারা ব্রান্ডধারী করদাতার পণ্য বিক্রি করতে অনেক বেশি আগ্রহী ছিল। (২) উপর্যুক্তরূপ পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপণার পরিবর্তে নতুন প্রবর্তিত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন দেশ ব্যাপী অভিন্ন মূল্যে MRP ভিত্তিক পশ্চাদ গণনায় ডিলার বা ক্ষেত্রমত সাব-ডিলার/রিটেইলার পর্যায়ের মূসকসহ জড়িত সমূদয় মূসক ডিলারের নিকট বিক্রির বিপরীতে ব্রান্ডধারী কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত সংশ্লিষ্ট করমেয়াদের দাখিলপত্রের মাধ্যমে অগ্রিম পরিশোধের বিধান না থাকায় ঐ ধরণের ব্যবসায়ীরা ব্রান্ডধারী	

			ব্যক্তির পণ্য বিক্রিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া, বিশেষকরে খোলা বাজার অর্থনীতিতে আমদানি পণ্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতার কারণে, প্রকটরূপে দেখা দেওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। প্রাসঙ্গিক বিধায় আলোচ্য ক্ষেত্রে Aramit Ltd. vs National Board of Revenue এর মামলায় মাননীয় আদালতের একটি রায় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত হয় যে, "There shall be no VAT and no compliance at the sales centers if sold at the same price on which VAT has been paid earlier: 17 BLC 527: Aramit Limited vs. National Board of Revenue, Dhaka: These "centres" being used as places of delivery to distributors at no value addtional to that upon which VAT has been levied and paid in advance of receipt on consideration of such delivery, there is no authority under the Act for the Respondents to insist upon a mechanism of compliance as exposes the petitioner to additional liability for VAT on the goods so supplied and deliverred." এমতাবস্থায়, ১৯৯১ সনের মূসক আইনের অধীন 'অভিন্ন মূল্যে' বা 'কেন্দ্রীয় নিবন্ধন পদ্ধতির আওতায়' দেশ ব্যাপী পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে MRP ভিত্তিক পশ্চাদ গণনায় জড়িত সমূদয় মূসক ডিলারের নিকট বিক্রির বিপরীতে অগ্রীম আদায় পূবর্ক এ ধরণের পণ্য বাজারজাতকরণের যে বিধান বলবৎ ছিল সেই একই পদ্ধতি নতুন প্রবর্তিত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীনে সংশ্লিষ্ট	

			করদাতার করমেয়াদের দাখিলপত্রের মাধ্যমে প্রযোজ্য সমুদয় মূসক অগ্রীম আদায়ের ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রস্তাবনাটি যুক্তিযুক্ত মর্মে সদয় বিবেচ্য।	
২৬.	**স্ক্রাপ/পুরাতন ব্যাটারীর বৈর্জ্য, লীড ইত্যাদির সরবরাহকে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত "যোগানদার" সেবার আওতায় আনায়ন সংশ্লিষ্ট বিধান না থাকায় তা জারীর প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে।**	**মূসক অব্যাহতি প্রদান সংশ্লিষ্ট এসআরও নং ১৪৪ আইন/২০২০/১০৫-মূসক, তারিখ ১১/০৬/২০২০ খ্রিঃ অথবা তদস্থলে ইস্যুতব্য নতুন এসআরও এর টেবিল-৪ (সেবা পর্যায়) এর শিরণামা সংখ্যা "S ০৩৭," সেবার কোড "S০৩৭.০০" এর বিপরীতে "যোগানদারঃ" সেবার অধীন দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (ঞ) সংযোজনের প্রস্তাব করা হলোঃ** **" (ঞ) স্ক্রাপ/পুরাতন ব্যাটারীর বৈর্জ্য, লীড ইত্যাদি"।**	পরিবেশ দূষণমূলক **স্ক্রাপ/পুরাতন ব্যাটারীর বৈর্জ্য, লীড ইত্যাদি** বৈধভাবে পূণঃ প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে উহার সরবরাহ মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত হওয়া যৌক্তিক বিবেচনায় ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা গ্রহণীয় মর্মে বিবেচ্য।	**স্ক্রাপ/পুরাতন ব্যাটারীর বৈর্জ্য, লীড ইত্যাদি** সরবরাহকে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত যোগানদার সেবার আওতায় আনায়ন সংশ্লিষ্ট বিধান জারীর প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে।
২৭.	এসআরও নং ১৭৫-আইন/২০১৯/৩২-মূসক, তারিখ ১৫/০৬/২০১৯ এর মাধ্যমে মোটর সাইকেল উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি সুবিধা ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত বলবৎ ছিল, যা ৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাবনা।	এসআরও নং ১৭৫-আইন/২০১৯/৩২-মূসক, তারিখ ১০/০৬/২০১৯ এর দফা-৮ এ দুই স্থানে উল্লিখিত **''৩০ জুন, ২০২০ খ্রিস্ট্রাব্দ''** শব্দ ও সংখ্যাগুলি **''৩০ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ''** শব্দ ও সংখ্যাগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপণের প্রস্তাব করা হইল।	আমাদের দেশীয় শিল্পোন্নয়নমূখী নানা উদ্যোগ সত্ত্বে ও যানবাহন খাতের মধ্যে মোটর সাইকেলের স্থানীয় চাহিদা এখনও প্রায় সবটাই আমদানি উৎস নির্ভরশীল; অর্থচঃ আলোচ্য পণ্যটির স্থানীয় উৎপাদনে মূসক অব্যাহতি প্রদানের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের যে ধারা প্রজ্ঞাপণটিতে চালু করা হয়েছে তা শিল্পোন্নয়ের স্বার্থে আগামী আরও তিন বছর বহাল রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য। তাই ৩ নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	মোটর সাইকেল উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি সুবিধা আরও তিন বছর বর্ধিত করার প্রস্তাবনা।
২৮.	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, ২০১৬ বা উভয় অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপণ বা আদেশ নির্দেশে প্রস্তাবিত বিধানটি না থাকায় তা নতুন জারীর প্রস্তাবনা	নিম্নবর্ণিত বিধান বিষয়ে একটি সাধারণ আদেশ জারীর প্রস্তাব করা হলোঃ **"বিষয়ঃ প্রজ্ঞাপণ বলে উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের ব্যবসায়ী পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের উপর মূসক প্রদান পদ্ধতি বিষয়ে দিক দির্শেনা প্রসঙ্গে।"** আপাততঃ বলবৎ কোন প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন পণ্য ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক বিক্রয় কালে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর তৃতীয় তফসিলভূক্ত দফা (৩) এর বিধান অনুযায়ী	উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতির কারণে উৎপাদক কর্তৃক সরবরাহের ক্ষেত্রে ইস্যুকৃত "মূসক-৬.৩" এ কোন মূসক না থাকায় পণ্যটির ক্রেতা হিসেবে ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/খুচরা ব্যবসায়ীর রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি না হওয়ায় পণ্য মূল্য ভিত্তিক ৫% হারে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূসক প্রদান পূর্বক পণ্য বাজারজাত করা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অনেক সময়, বিশেষ করে উচ্চ মূল্যযুক্ত পণ্য যেমন মোটর সাইকেল, রেফ্রিজারেটর এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদির ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এ বিবেচনায় ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য, ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের বিপরীতে ১৫% হারে মূসক প্রদান পূর্বক বিক্রির সুযোগদান প্রসঙ্গে।

		০৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করা যাইবে; আবার এইরূপ পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন স্তরে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি হেতু রেয়াত গ্রহণ পদ্ধতির কার্যকারিতার সুযোগ না থাকায় প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করা যাইবেঃ (ক) সংশ্লিষ্ট ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-২১ অনুযায়ী বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে ''মূসক-৪.৩'' ফরমে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে; (খ) ''মূসক- ৪.৩'' এ উপকরণ মূল্য ও ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর/খুচরা ব্যবসায়ী পর্যায়ের প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণ নির্ধারিত কলামে যথাযথভাবে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং (গ) এই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ের প্রধান উপকরণ, উহার উৎপাদন পর্যায়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহার উপর রেয়াত গ্রহণের প্রশ্ন না থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন উপকরণের (যদি থাকে) উপর পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে না। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অত্র আদেশ জারী করা হইলো।"	উল্লেখ্য, জা:রা: বোর্ডের জারীকৃত পত্র নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০০২.১২/১৬৯, তারিখ-১৫/০৭/২০১৮ খ্রিঃ অনুযায়ী প্রদত্ত নির্দেশের সাথে প্রস্তাবনাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।	
২৯.	''মূসক ৬.৩'' এ চালানপত্র ইস্যুর বিপরীতে করযোগ্য পণ্য বিক্রয় পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখে দাখিলপত্র পেশের পূর্বে দাখিলপত্রের ঋণাত্মক জের (রেয়াত, হ্রাসকারী সমন্বয় ও ট্রেজারী জমা বাবদ) তথা Credit Balance হতে সমন্বয় সাধন পূর্বক মূসক প্রদান ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় BRTA কর্তৃক "যানবাহন" রেজিস্ট্রেশন পর্যায়ে রেজিস্ট্রেশনযোগ্য যানবাহন" এর উপর প্রদেয় মূসকের স্বপক্ষে মূসক-৬.৩ থাকা স্বত্ত্বেও ট্রেজারী চালানের কপি উপস্থাপণের অযৌক্তিক দাবীর বিপরীতে নতুন দিক নির্দেশনা জারীকরণ।	নিম্নরূপ ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি সাধারণ আদেশ জারীর প্রস্তাব করা হলোঃ **"বিষয়: করযোগ্য পণ্য "যানবাহন" এর রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যানবাহনের উপর প্রদেয় মূসকের স্বপক্ষে BRTA তে ট্রেজারি চালানের পরিবর্তে "মূসক ৬.৩" চালানপত্র উপস্থাপণের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে দিক নির্দেশনা।"** মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৫ এর উপধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী কোন কর মেয়াদে করদাতা কর্তৃক নিরুপিত নীট প্রদেয় কর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত কর মেয়াদের দাখিলপত্র ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কর মেয়াদ সমাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাখিলপত্র (মূসক- ৯.১)	"মূসক ৬.৩" চালানপত্র ইস্যুর বিপরীতে করযোগ্য পণ্য বিক্রয় পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখে দাখিলপত্র পেশের পূর্বে দাখিলপত্রের ঋণাত্মক জের (রেয়াত, হ্রাসকারী সমন্বয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রেজারী জমা বাবদ) হতে সমন্বয় সাধন পূর্বক মূসক প্রদান ব্যবস্থা বলবৎ আছে। উপর্যুক্ত অবস্থায় যানবাহন রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বর্তমানে BRTA কর্তৃক চাহিত পৃথক ট্রেজারী চালান উপস্থাপণ যৌক্তিক বিবেচনার সুযোগ নেই মর্মে বিবেচ্য। এমতাবস্থায়, ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত	যানবাহন রেজিষ্ট্রেশনের বিপরীতে ট্রেজারী চালান উপস্থাপণের দাবী খন্ডন প্রসঙ্গে।

		এর ঋণাত্নক জের (রেয়াত,হ্রাসকারী সমন্বয় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রেজারী জমা বাবদ) হইতে সমন্বয় সাধন পূর্বক প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর আছে। তাই এ ব্যবস্থায় করদাতার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের আওতায় প্রদত্ত করযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে তাহার ইস্যুকৃত ''মূসক- ৬.৩'' চালানপত্র মারফৎ প্রযোজ্য কর পরিশোধের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ হিসেবে ট্রেজারী চালানের কপি, করযোগ্য পণ্য "যানবাহন" এর সরবরাহ গ্রহণকারী বা ক্রয়কৃত যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উহা রেজিষ্ট্রেশনকারী কর্তৃপক্ষ তথা 'BRTA' এর নিকট উপস্থাপণের কোনরূপ আইনানুগ বাধ্যবাধকতা বর্তমানে বলবৎ সংশ্লিষ্ট মূসক ও সম্পূরক আইন ও এতদ্বসংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানে আরোপ করা হয়নি বা তার কোন যৌক্তিক সুযোগও মূসক প্রদানের উপর্যুক্তরুপ আইনানুগ পদ্ধতির আওতায় নিশ্চতকরণ সম্ভব নয়। ০২। এমতাবস্থায়, প্রতিটি যানবাহনের ইঞ্জিন ও চেচিস নম্বর সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধকৃত ''মূসক-৬.৩'' চালানপত্র উপস্থাপণের বিপরীতে BRTA কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান পূর্বক পরবর্তীতে এভাবে রেজিষ্ট্রিকৃত যানবাহনের সংশিষ্ট চালানপত্র ''মূসক ৬.৩'' এর ছবিলিপি উহা ইস্যুকারী করদাতার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন) সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারাধীন মূসক সার্কেলে প্রেরণ করিয়া উহার সঠিকতা যাচাই অন্তে মূসক ফাঁকি প্রমাণ হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ০৩। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি-১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অত্র আদেশ জারী করা হইলো।	বিবেচ্য।	
৩০.	কাঁচামাল এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর পদ্ধতি সংক্রান্ত জাঃরাঃ বোর্ডের আদেশ নং ০৯/মূসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ এর পরিবর্তে একটি নতুন সংশোধিত সাধারণ আদেশ জারীর প্রস্তাবনা।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং ০৯/মূসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ (যা বোর্ডের ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২১.০০২.১৫/৪৬৫ অনুযায়ী অধিকতর ব্যাখ্যায়িত) বাতিল পূর্বক নিম্নরূপ একটি সাধারণ আদেশ/ব্যাখ্যাপত্র জারির প্রস্তাব করা হলোঃ **"সাধারণ আদেশ/ব্যাখ্যপত্র ঃ** বিষয় ঃ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক বিধিমালা, ২০১৬ মোতাবেক কাঁচামাল স্থানান্তর সংক্রান্ত ব্যাখ্যাপত্র।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং০৯/মূসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ (যা বোর্ডের ১০/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নথি নং ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২১.০০২.১৫/৪৬৫ অনুযায়ী অধিকতর ব্যাখ্যায়িত) ০৯/মূসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ এর অধীন কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতাভূক্ত না এমন "শুধুমাত্র একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের এক কারখানা হতে অন্য কারখানায় কাঁচামাল স্থানান্তর" বিষয়ে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে; আলোচ্য বিষয়টিতে অস্পষ্টতা বিদ্যমান, কেননা	কাঁচামাল এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর পদ্ধতি সংক্রান্ত জাঃরাঃ বোর্ডের আদেশ নং ০৯/মূসক/২০২০, তারিখ ০৫/১১/২০২০ খ্রিঃ এর পরিবর্তে একটি সংশোধিত নুতন আদেশ জারীর প্রস্তাবনা।

		উৎপাদনকারী এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে (সহযোগী হউক বা না হউক) কাঁচামাল স্থানান্তর একটি ব্যবসায়িক বাস্তবতা। সুতরাং, এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিমোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে কাঁচামাল স্থানান্তর করা যাবে ঃ (ক) কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তৎকর্তৃক আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত কাঁচামালের কোনরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট বা গুণগত পরিবর্তন না করে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল হস্তান্তরের পূর্বে বিধি মোতাবেক উকরণ-উৎপদান সহগ (ফরম মূসক-৪.৩) এ ঘোষণা প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে ১৫% (পনের শতাংশ) হারে মূসক পরিশোধপূর্বক মূসক ৬.৩ চালানের মাধ্যমে কাঁচামাল অপসারণ করবে; (খ) কাঁচামাল সরবরাহ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ক্রয় হিসাব পুস্তক (ফরম মূসক ৬.১) এ উক্ত কাঁচামাল বিধি মোতাবেক অন্তর্ভূক্ত করবে; (গ) কাঁচামাল সরবরাহ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা-৪৬ পরিপালন সাপেক্ষে উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে; ০২। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ ব্যাখ্যাপত্র জারি করা হলো।”	একই মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একাধিক কারখানা থাকলে সঙ্গত; কারণে সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের আওতায় থাকে বিধায় তাদের মধ্যে কাঁচামাল “মূসক- ৬.৫” এর মাধ্যমে সহজেই স্থান্তান্তরযোগ্য; অপরপক্ষে “একই মালিকানাধীন” বলতে যদি একই শিল্প গ্রুপের অধীন বোঝানো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে মূসক নিবন্ধিত (অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাঃ লিঃ) হেতু পৃথক পৃথক সত্ত্বাধারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা বিবেচ্য হওয়া যৌক্তিক। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে এমনকি একই মালিকানাধীন বা একই শিল্প গ্রুপের আওতাধীন না হলেও কাঁচামাল অন্য প্রতিষ্ঠানে স্থান্তান্তর (যৌক্তিক নানা প্রেক্ষিতে, যথা আমদানী পরিবর্তী কারখানার কোন মারাত্মক ক্ষতি হেতু দীর্ঘদিনে তা চালু করতে না পারা, বা অন্যবিধ, ইত্যাদি কারণে কাঁচামাল বিক্রি হেতু) একটি ব্যবসায়িক বাস্তবতা যে প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সনের মূসক আইনের ব্যবস্থাধীনে বোর্ডের ব্যাখ্যা পত্র নং ০২/মূসক/২০০৬, তাং ০৩/০৮/২০০৬ খ্রিঃ অনুযায়ী এক প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে (একই মালিকানাধীন না হওয়া সত্ত্বেও) কাঁচামাল স্থানান্তরের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে ৩নং কলামের প্রস্তাবনা যুক্তিযুক্ত বিবেচ্য।	